

অধ্যায়-৭: সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান

প্রশ্ন ১ বিধান সরকার একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত আছেন। উক্ত প্রতিষ্ঠান প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন, মেধাবী ও দক্ষ লোক বাছাইয়ের কাজ করে।

[সকল বোর্ড ২০১৮। প্রশ্ন নং ৯]

- ক. নির্বাচন কী? ১
- খ. সর্বজনীন ভোটাধিকার বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত কোনো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার উপর রাষ্ট্রের উন্নয়ন নির্ভরশীল— বিশ্লেষণ করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক নির্বাচন হলো ভোটদানের মাধ্যমে প্রতিনিধি বাছাইয়ের প্রক্রিয়া।

খ সর্বজনীন ভোটাধিকার বলতে ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, ধনী-গরিব নির্বিশেষে প্রাপ্তবয়স্ক সকল নাগরিকের ভোটদানের অধিকারকে বোঝায়।

ভোটদানের অধিকার নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকার। রাষ্ট্রের সংবিধান এবং সরকারি বিধিবিধানের মাধ্যমে স্বীকৃত পন্থায় নাগরিকদের প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষমতাকে ভোটাধিকার বলা হয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটদানের অধিকার সর্বত্র স্বীকৃত এবং সংরক্ষিত।

গ উদ্দীপকের উল্লিখিত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটির সাথে আমার পঠিত বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের সাদৃশ্য আছে।

বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন একটি সাংবিধানিক সংস্থা। এ প্রতিষ্ঠানটি প্রজাতন্ত্রের বেসামরিক কাজের জন্য মেধাবী ও যোগ্য নাগরিকদের বাছাইয়ের কাজ করে। এজন্য সংস্থাটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কর্মকমিশন বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা বিভাগকে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন সার্ভিস বা পদে নিয়োগকৃতদের পদোন্নতি এবং বদলি সংক্রান্ত বিষয়েও নীতিমালা প্রণয়নের পরামর্শ প্রদান করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বিধান সরকার একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত আছেন। উক্ত প্রতিষ্ঠান প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন, মেধাবী ও দক্ষ লোক বাছাইয়ের কাজ করে। বাংলাদেশে এরূপ কাজ করে এমন একটি প্রতিষ্ঠান হলো বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের ভূমিকার উপর রাষ্ট্রের উন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভরশীল।

আধুনিক রাষ্ট্র পরিচালনায় সরকার কাঠামোয় মেধাবী ও দক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারীর গুরুত্ব অপরিসীম। এজন্য বিশ্বের প্রায় সকল রাষ্ট্রে মেধার ভিত্তিতে কর্মকর্তা বাছাইয়ের প্রক্রিয়া লক্ষ করা যায়। মেধা যাচাইয়ের ভিত্তিতে যোগ্যতাসম্পন্ন লোক বাছাইয়ের জন্য একটি নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন রয়েছে। বাংলাদেশের এমন একটি প্রতিষ্ঠান হলো বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন।

বাংলাদেশ সংবিধানের ১৩৭ নং অনুচ্ছেদে সরকারি কর্মকমিশন গঠনের কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও সংবিধানে কর্মকমিশনের কার্যাবলি সম্পর্কে বিধানাবলি সন্নিবেশিত আছে। এ বিধানাবলি অনুসারে কমিশন প্রজাতন্ত্রের কাজে দক্ষ ও উপযুক্ত কর্মচারী নিয়োগের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক বাছাই পরীক্ষা, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা, ডাক্তারি পরীক্ষা, পুলিশি তদন্ত

প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালনা করে। সততা ও নিরপেক্ষতার সাথে তারা প্রজাতন্ত্রের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বাছাই করে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করেন। কর্মকমিশন যেহেতু নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীর যোগ্যতাকে প্রাধান্য দেয়, তাই প্রকৃত মেধাবীরাই নিয়োগ পেয়ে থাকেন। আর সং, যোগ্য ও মেধাবীদের নিয়ে গড়ে ওঠা প্রশাসন সুষ্ঠু রাষ্ট্র পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এর ফলে সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা এবং এর সার্বিক উন্নয়নে উদ্দীপকে বর্ণিত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের ভূমিকা অনেক।

প্রশ্ন ২ মি: 'Y' একজন সিনিয়র আইনজীবী। তিনি যে কোনো আদালতে বক্তব্য পেশ করতে পারেন। সরকারের পক্ষে আইনের জটিল প্রশ্নে মতামত দেন। তার কর্মকাণ্ডের ওপর সরকারের ভাবমূর্তি নির্ভর করে। তবে অসদাচরণের কারণে তাকে অপসারণ করা যায়।

[ঢা. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৮]

- ক. বাংলাদেশের সংবিধানের অভিভাবক কে? ১
- খ. সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. মি: 'Y' কোন ধরনের সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত আছেন? তার ক্ষমতা ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় মি: 'Y'-এর ভূমিকা আলোচনা করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের সংবিধানের অভিভাবক হলো— জাতীয় সংসদ।

খ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বলতে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সংবিধান কর্তৃক সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়।

প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র তার কাজের গতিশীলতার জন্য কতগুলো প্রতিষ্ঠান তৈরি করে। যার ক্ষমতা ও কার্যাবলি সংবিধান অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত। এগুলোই হলো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাধীনভাবে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারে। বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন, নির্বাচন কমিশন, অ্যাটর্নি জেনারেল, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক ইত্যাদি।

গ মি: 'Y' অ্যাটর্নি জেনারেল নামক সাংবিধানিক পদটিতে অধিষ্ঠিত আছেন।

বাংলাদেশে সংবিধান অনুযায়ী একজন অ্যাটর্নি জেনারেল আছেন। তিনি সরকারের প্রধান আইন সংক্রান্ত উপদেষ্টা। তিনি পদাধিকার বলে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশের সকল বারের নেতা। মি: 'Y'-এর মধ্য দিয়ে মূলত এই পদটিকেই নির্দেশ করা হয়েছে।

মি: 'Y' একজন সিনিয়র আইনজীবী। তিনি যে কোনো আদালতে বক্তব্য পেশ করতে পারেন। সরকারের পক্ষে আইনের জটিল প্রশ্নে তিনিই মতামত প্রদান করেন। তার কর্মকাণ্ডের ওপর সরকারের ভাবমূর্তি নির্ভর করে। বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল পদটির ক্ষেত্রেও এ বিষয়গুলো দৃষ্টিগোচর হয়। কোনো ব্যক্তির অ্যাটর্নি জেনারেল হওয়ার জন্য কমপক্ষে ১০ বছর পর্যন্ত এডভোকেট হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। অ্যাটর্নি জেনারেল দায়িত্ব পালনের জন্য বাংলাদেশের সকল আদালতে তার বক্তব্য পেশ করতে পারেন। সরকার যেসব আইন

সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ চাইবেন, তিনি সেসব বিষয়ে সরকারের পরামর্শক হিসেবে কাজ করবেন। তিনি সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগে সরকারের পক্ষে ওকালতি করবেন। যেসব মামলায় সরকার জড়িত সেগুলোতে তিনি সরকারের পক্ষে মামলা পরিচালনা করবেন। মামলা পরিচালনাকালে তিনি জনস্বার্থ এবং সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী যুক্তি উপস্থাপন করবেন। কারণ তার কথা ও কাজের ওপরই সরকারের ভাবমূর্তি নির্ভর করে। এছাড়া সুপ্রিম কোর্টের অন্তর্বর্তী আদেশ দেয়ার প্রয়োজন দেখা দিলে হাইকোর্ট অ্যাটর্নি জেনারেলকে নোটিশ প্রদান করবেন। হাইকোর্ট তার মতামতের ওপর ভিত্তি করে আদেশ প্রদান করবেন।

ঘ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় মি. 'Y' অর্থাৎ অ্যাটর্নি জেনারেল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

আমরা জানি, অ্যাটর্নি জেনারেল বাংলাদেশের একটি সাংবিধানিক পদ। তিনি রাষ্ট্রের প্রধান সরকারি আইন কর্মকর্তা। বাংলাদেশের সকল আদালতে মামলা পরিচালনার ক্ষমতা তার রয়েছে। এ কারণে রাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন।

বস্তুত অ্যাটর্নি জেনারেলের পদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য খুব বেশি। কেননা তিনি আদালতে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ও আপিল বিভাগে সরকারের পক্ষে ওকালতি করেন। তাছাড়া সরকারের আইন উপদেষ্টা হিসেবে দেশের সকল আদালতে তাকে মামলা পরিচালনা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। সংবিধান অনুসারে অ্যাটর্নি জেনারেল সরকারের প্রধান আইন পরামর্শক। তিনি তার এ ক্ষমতা বলে বিচার কাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। তাছাড়া তিনি প্রজাতন্ত্রের পক্ষে জটিল আইন সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করতে পারেন। এক্ষেত্রে আইনের জটিলতাগুলো নিরপেক্ষ ও সঠিকভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করে বিচার কাজে সহায়তা করতে পারেন। তিনি যে সকল মামলায় সরকার জড়িত সে সকল মামলায় সরকারের পক্ষে আদালতে মামলা পরিচালনা করেন। মামলা পরিচালনাকালে তিনি জনস্বার্থ এবং সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী যুক্তি উপস্থাপন করেন। অ্যাটর্নি জেনারেল তার এ সকল কর্মকাণ্ড সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে পরিচালনা করলে তা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তিনি দেশের সকল আদালতে আইনের ব্যাখ্যা দেওয়ার ক্ষমতা প্রাপ্ত। তিনি যদি তার এই ক্ষমতা অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারেন তাহলে রাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা সহজতর হয়ে যায়। উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় অ্যাটর্নি জেনারেলের ভূমিকা অপরিমিত।

প্রশ্ন ৩ বিপ্লব বড়ুয়া গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি প্রজাতন্ত্রের পক্ষে আইনের জটিল প্রশ্নে মতামত প্রকাশ করেন। তিনি রাষ্ট্রপতির সন্তোষ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত তাঁর পদে বহাল থাকবেন। তিনি সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারকের মর্যাদা ভোগ করেন।

(রা. বো. ১৭। প্রশ্ন নং ৬)

- | | |
|--|---|
| ক. বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন কী? | ১ |
| খ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়? | ২ |
| গ. বিপ্লব বড়ুয়ার পদের সাথে বাংলাদেশের কোনো সাংবিধানিক পদের সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা করো। | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পদের সঠিক দায়িত্ব পালন ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে— বিশ্লেষণ করো। | ৪ |

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন এমন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান, যা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদের মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা করে থাকে।

খ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে সরকারের অন্য বিভাগের হস্তক্ষেপ হতে মুক্ত থেকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য সম্পন্ন করার ক্ষমতাকে বোঝায়।

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যম, কর্তৃধার এবং অগ্রপথিক হচ্ছে বিচার বিভাগ। আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বাধীন বিচার বিভাগ অপরিহার্য। নাগরিক অধিকার সুরক্ষা ও নাগরিকের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। স্বাধীন বিচার বিভাগ ছাড়া ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব।

গ হ্যাঁ, বিপ্লব বড়ুয়ার পদের সাথে বাংলাদেশের একটি সাংবিধানিক পদ অ্যাটর্নি জেনারেলের পদের সাদৃশ্য রয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারের প্রধান আইন বিষয়ক কর্মকর্তা হলেন অ্যাটর্নি জেনারেল। সংবিধানের ৬৪ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অ্যাটর্নি জেনারেল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন। রাষ্ট্র ও সরকারের স্বার্থরক্ষার্থে অ্যাটর্নি জেনারেল দেশের যেকোনো আদালতে মামলা পরিচালনা করতে পারেন। তাছাড়া প্রজাতন্ত্রের পক্ষে আইনের জটিল প্রশ্নে তিনি মতামত প্রকাশ করেন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হওয়ার যোগ্য কোনো ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি অ্যাটর্নি জেনারেল পদে নিয়োগ দিয়ে থাকেন। তিনি রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত স্থায়ী পদে বহাল থাকেন এবং নির্ধারিত পারিশ্রমিক লাভ করেন।

উদ্দীপকের বিপ্লব বড়ুয়ার ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই যে, বিপ্লব বড়ুয়া প্রজাতন্ত্রের পক্ষে আইনের জটিল প্রশ্নে মতামত প্রকাশ করেন। তিনি রাষ্ট্রপতির সন্তোষ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত তার পদে বহাল থাকেন এবং সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারকের ন্যায় মর্যাদা ভোগ করেন। তার এসব কর্মকাণ্ড মূলত অ্যাটর্নি জেনারেলের ক্ষমতা, কার্যাবলি ও পদমর্যাদার সাথে সম্পর্কিত। পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের বিপ্লব বড়ুয়ার পদের সাথে সাংবিধানিক পদ অ্যাটর্নি জেনারেলের মিল রয়েছে।

ঘ সৃজনশীল ২নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ৪ মি. আমিন বাংলাদেশের একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ পদে কর্মরত। প্রজাতন্ত্রের বেসামরিক কর্মে যোগ্য নাগরিকদের নিয়োগের সার্বিক কাজ তাঁর তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়। তাঁর বন্ধু মি. আতিক তার পুত্রের জন্য একটি চাকরির সুপারিশ করেন। মি. আমিন তাঁর বন্ধুকে জানিয়ে দেন তিনি যে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত তা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। সততার সাথে উপযুক্ত ও দক্ষ লোকের নিয়োগ প্রদান করাই এ প্রতিষ্ঠানের কাজ।

(দি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৮; য. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৪)

- | | |
|---|---|
| ক. জাতীয় সংসদের সদস্য সংখ্যা কত? | ১ |
| খ. প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল কী? | ২ |
| গ. মি. আমিন কোন প্রতিষ্ঠানে ও কোন পদে কর্মরত? উক্ত প্রতিষ্ঠানের গঠন ও উক্ত পদের পদমর্যাদা বর্ণনা করো। | ৩ |
| ঘ. উক্ত প্রতিষ্ঠানের সকল কার্যক্রম উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়নি— বিশ্লেষণ করো। | ৪ |

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতীয় সংসদের সদস্য সংখ্যা ৩৫০।

খ বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য হলো প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল।

বাংলাদেশের সংবিধানে ১১৭ নং অনুচ্ছেদে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল গঠনের কথা বলা হয়েছে। এটি একটি স্বতন্ত্র বিচার ব্যবস্থা, যা সুপ্রিম কোর্টের অধীনে নয়। প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের সংখ্যা ও প্রকৃতি, ট্রাইব্যুনালের সদস্যসংখ্যা, সদস্যদের নিয়োগ পদ্ধতি ও কর্মের শর্তাবলি সংসদ আইন দ্বারা নির্ধারিত হয়।

গ মি. আমিন বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের সভাপতির পদে কর্মরত।

বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানটি দেশের প্রশাসন ব্যবস্থায় সুদক্ষ সরকারি কর্মকর্তা সংগ্রহ ও নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করে। উদ্দীপকে এ প্রতিষ্ঠানটিরই ইজিত লক্ষণীয়।

মি. আমিন প্রজাতন্ত্রের বেসামরিক কর্মে যোগ্য নাগরিকদের নিয়োগের সার্বিক কাজ করে থাকেন। তার প্রতিষ্ঠানটি নিরপেক্ষভাবে সততার সাথে উপযুক্ত ও দক্ষ লোক নিয়োগ করে। আমরা জানি, বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনই এ কাজ করে থাকে। একজন সভাপতি এবং কয়েকজন সদস্য নিয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম-কমিশন গঠিত। রাষ্ট্রপতির ৫৭ নং অধ্যাদেশ বলে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের সদস্য সংখ্যা সভাপতিসহ অন্যান্য ৬ জন এবং অনুষর্ষ ১৫ জন নির্ধারিত হয়। বর্তমানে কর্মকমিশনে একজন সভাপতি ও ১২ জন সদস্য রয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে নিজস্ব কাজ করে। এর ওপর দেশের জনগণের আস্থা বিদ্যমান। কমিশনের সদস্যগণ চাকরি প্রার্থীর যোগ্যতা নিরপেক্ষভাবে বিচার করে সে অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির কাছে সুপারিশ করেন। এর সভাপতি ও সদস্যগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত। তারা বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের সমান মর্যাদার অধিকারী। এ আলোচনার মাধ্যমে বোঝা যায় মি. আমিন বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের সভাপতি হিসেবে কর্মরত।

ঘ উদ্দীপক দ্বারা ইজিতকৃত প্রতিষ্ঠান তথা বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের সকল কার্যক্রম উদ্দীপকে বর্ণিত হয় নি।

বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন একটি বিশেষ মর্যাদা ও ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানটি প্রজাতন্ত্রের বেসামরিক কর্মে যোগ্য নাগরিকদের নিয়োগের সার্বিক কাজ করে থাকে। এই কাজটির কথাই উদ্দীপকে বলা হয়েছে। অথচ এ কাজটি ছাড়াও বাংলাদেশ কর্মকমিশন বহুবিধ কাজ করে।

বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ প্রদান, আইনের দ্বারা নির্ধারিত বিভিন্ন দায়িত্বপালন, সরকারি কর্ম কমিশনের ওপর ন্যস্ত। এ কমিশন প্রতিবছর মার্চ মাসের প্রথম দিবসে বা তার পূর্ববর্তী ৩১-এ ডিসেম্বরে সমাপ্ত ১ বছরের স্বীয় কার্যাবলি সংশ্লিষ্ট একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করে রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করে, রিপোর্টের সাথে কমিশন একটি স্মারকলিপি পেশ করে। কোনো ক্ষেত্রে কমিশনের কোনো পরামর্শ গৃহীত না হয়ে থাকলে সেক্ষেত্রে তার কারণ স্মারকলিপিতে লিপিবদ্ধ থাকে। কর্মকমিশন বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা বিভাগকে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন সার্ভিস বা পদে নিয়োগের জন্য যোগ্যতা ও পদ্ধতি, পদোন্নতি এবং বদলি সংক্রান্ত বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়নের পরামর্শ প্রদান করে। ক্যাডার সার্ভিস বা কোনো পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলোও কর্মকমিশন কর্তৃক পরিচালিত হয়। পরিশেষে বলা যায়, একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন প্রভূত ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী। এই ক্ষমতাবলে এ প্রতিষ্ঠানটি প্রজাতন্ত্রের সরকারি কর্মে নিয়োগসংক্রান্ত সকল কাজ করে থাকে।

প্রশ্ন ৫ জনাব মিলন 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ'-এর একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা। তিনি পেশাগত জীবনে অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন করে অনেক ধনসম্পদের মালিক হন। সম্প্রতি বাংলাদেশের একটি প্রতিষ্ঠান তার বিরুদ্ধে অনুসন্ধান ও তদন্তের ভিত্তিতে মামলা দায়ের ও পরিচালনা করে। বিচার শেষে বিজ্ঞ আদালত তাকে ঐ অপরাধের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদান করেন। /ক. বো. '১৭/ প্রশ্ন নং ৫; চ. বো. '১৭/ প্রশ্ন নং ৬/

- ক. সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান কাকে বলে? ১
খ. কীভাবে সরকারি কর্মকমিশন যোগ্য প্রার্থী বাছাই করে? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব মিলনের বিরুদ্ধে যে প্রতিষ্ঠানটি মামলা দায়ের করেছে তার কার্যাবলি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটির গৃহীত পদক্ষেপ দুর্নীতি দমনে কতটুকু সহায়ক হবে বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব প্রতিষ্ঠান সংবিধানের সুস্পষ্ট বিধি মোতাবেক নির্বিঘ্নে ও স্বাধীনভাবে তাদের কার্য পরিচালনা করতে পারে সেসব প্রতিষ্ঠানকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বলা হয়।

খ সরকারি কর্মকমিশন পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থী বাছাই করে।

কর্মকমিশন সরকারি কাজে জনবল নিয়োগের জন্য উপযুক্ত লোকদের মনোনয়নের উদ্দেশ্যে পরীক্ষা পরিচালনা করে। কর্মকমিশন যোগ্য প্রার্থীর কাছ থেকে আবেদন গ্রহণ করে প্রিলিমিনারি, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে নিরপেক্ষভাবে যোগ্য চাকরিপ্রার্থী বাছাই করে নিয়োগের সুপারিশ করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব মিলনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন মামলা দায়ের করেছে। এ প্রতিষ্ঠানটি দুর্নীতি দমনে বহুবিধ কার্যাবলি পরিচালনা করে থাকে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, জনাব মিলন অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন করে অনেক ধনসম্পদের মালিক হন। সম্প্রতি বাংলাদেশের একটি প্রতিষ্ঠান তার বিরুদ্ধে অনুসন্ধান ও তদন্তের ভিত্তিতে মামলা দায়ের ও পরিচালনা করে। এখানে প্রতিষ্ঠান বলতে দুর্নীতি দমন কমিশনকে বোঝানো হয়েছে। কেননা দুর্নীতি দমনে উপর্যুক্ত কার্যাবলিসমূহ দুর্নীতি দমন কমিশনই পরিচালনা করে থাকে।

দুর্নীতি দমন কমিশন 'দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪' এর তফসিলে উল্লিখিত অপরাধসমূহের অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনা করে। অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনার ভিত্তিতে এই আইনের অধীনে মামলা দায়ের ও পরিচালনা করে। দুর্নীতি সম্পর্কিত কোনো অভিযোগ স্ব উদ্যোগে বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তার পক্ষে অন্য ব্যক্তির দাখিলকৃত আবেদনের ভিত্তিতে অনুসন্ধান করে। দুর্নীতি বিষয়ে আইনদ্বারা কমিশনকে অর্পিত যে কোনো দায়িত্ব পালন করে। দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য কোনো আইনের অধীন স্বীকৃত ব্যবস্থাাদি পর্যালোচনা এবং কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশ করে। এ কমিশন দুর্নীতি প্রতিরোধের বিষয়ে গবেষণা পরিকল্পনা তৈরি করা এবং গবেষণালব্ধ সুপারিশ পেশ করে। এ কমিশনের আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি হলো— দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টি করা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা; কমিশনের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে এমন সকল বিষয়ের ওপর সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা এবং দুর্নীতির উৎস চিহ্নিত করে তদনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটির গৃহীত পদক্ষেপ দুর্নীতি দমনে অনেকাংশে সহায়ক বলে আমি মনে করি।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, জনাব মিলনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে বাংলাদেশের একটি প্রতিষ্ঠান অনুসন্ধান ও তদন্তের ভিত্তিতে মামলা দায়ের ও পরিচালনা করে। বিচার শেষে বিজ্ঞ আদালত তাকে ঐ অপরাধের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদান করে। এখানে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটি হলো দুর্নীতি দমন কমিশন। এ প্রতিষ্ঠানের তৎপরতার কারণেই দুর্নীতির বিচার হয়েছে। এ কমিশনের গৃহীত পদক্ষেপগুলোর মাধ্যমে রাষ্ট্রে দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব।

দুনীতি দমন কমিশনের উদ্দেশ্য হলো দুনীতির বেড়া জাল থেকে দেশকে রক্ষা করা। এ কমিশনের গৃহীত ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের দুনীতি অনেকটা হ্রাস করা সম্ভব। দুনীতি দমন কমিশনকে আইনানুযায়ী সাক্ষী তলব করা, অভিযোগ সম্পর্কে অভিযুক্তকে জেরা করা, বেসরকারি দলিলপত্র উপস্থাপন করা এবং গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। দুনীতি দমন কমিশন আইন-২০০৪-এ বলা হয়েছে দুনীতি দমন কমিশন অথবা প্রধান দুনীতি দমন কমিশনার যেকোনো স্থানে তার ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারবেন এবং দুনীতির দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে পারবেন। এর ফলে যে কোনো ব্যক্তিই দুনীতিতে জড়িত হওয়ার ক্ষেত্রে ভয় পায় এবং দুনীতি করা থেকে নিজেকে বিরত রাখে। ২০০৪-এর আইনে দুনীতি দমন কমিশনকে আরও ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে যে, তার অধস্তন যেকোনো অফিসার দুনীতি বিষয়ে তদন্ত করতে পারবেন। দুনীতি দমন কমিশন আইনে বলা হয়েছে, অবৈধ সম্পদ অর্জনকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা যাবে। দুনীতি দমন কমিশন আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুনীতি দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। কেননা এ আইনের বলে কমিশন দুনীতিগ্রস্তদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করলে অন্যরাও দুনীতি করার ক্ষেত্রে শাস্তির ভয় পাবে এবং নিজেকে দুনীতি মুক্ত রাখতে উদ্বুদ্ধ হবে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, দুনীতি দমন কমিশন তার ক্ষমতা ও কার্যাবলি যথাযথভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে দুনীতি প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। আর এ কারণেই দুনীতি দমন কমিশনের পদক্ষেপসমূহ দেশের দুনীতি হ্রাসে অনেকটা সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ৬ মিরার বাবা একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান। তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তার এ প্রতিষ্ঠান প্রজাতন্ত্রের ১ম ও ২য় শ্রেণির কর্মে নিয়োগের জন্য প্রার্থী বাছাই করে। এছাড়া এ প্রতিষ্ঠান প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তাদের পদোন্নতি, বদলি ও প্রেষণে নিয়োগ সংক্রান্ত কাজও করে থাকে। প্রতিষ্ঠানের সদস্যবৃন্দ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের ন্যায় সমমর্যাদার অধিকারী।

/সি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৮/

- ক. ইভটিজিং কার্কে বলে? ১
- খ. গণমাধ্যমের স্বাধীনতা কীভাবে দুনীতি রোধ করে? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন প্রতিষ্ঠানের মিল আছে?— ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. দক্ষ ও সৎ প্রশাসন গড়ে তোলার জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিসীম— বিশ্লেষণ করো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রকাশ্যে পুরুষ দ্বারা নারীকে উত্ত্যক্ত এবং নির্যাতন করাকে ইভটিজিং বলে।

খ গণমাধ্যমের স্বাধীনতা দুনীতিবিরোধী প্রচারণার মাধ্যমে দুনীতি রোধ করে।

দুনীতি দমনে গণমাধ্যম কার্যকর ভূমিকা রাখে। এক্ষেত্রে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা অপরিহার্য। গণমাধ্যম দুনীতিবিরোধী প্রচারণা, সংবাদপত্রে বিশেষ ক্রোড়পত্র ইত্যাদি প্রচার করে জনগণের মধ্যে দুনীতির বিরূপ প্রভাব উপস্থাপন করে দুনীতির প্রতিকার করে। আর এসব সম্ভব হয় তখনই যখন গণমাধ্যম স্বাধীনতা ভোগ করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সাথে আমার পাঠ্যবইয়ে বর্ণিত বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মিল রয়েছে।

আমরা জানি, সাংবিধানিক বিধিবিধানের আওতায় গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানসমূহই হলো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানসমূহ রাষ্ট্রের সংহতি অক্ষুণ্ণ রাখার লক্ষ্যে নির্বিঘ্নে, ন্যায়ানুগ এবং স্বাধীনভাবে কাজ করে। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান, যা উদ্দীপকে লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মিরার বাবা একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তার এ প্রতিষ্ঠান প্রজাতন্ত্রের ১ম ও ২য় শ্রেণির কর্মের নিয়োগের জন্য প্রার্থী বাছাই করে। এ প্রতিষ্ঠানের সদস্যবৃন্দ সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতিদের ন্যায় সমমর্যাদার অধিকারী। ঠিক একইভাবে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান এবং সদস্যগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পাঁচ বছরের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হন। এ কমিশনের চেয়ারম্যান সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির ন্যায় সমান মর্যাদার অধিকারী। বাংলাদেশ সংবিধানের ১৩৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন গঠিত হয়। বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা বাছাই, নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও সংশ্লিষ্ট কাজের দায়িত্ব এ প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত। সুতরাং বলা যায় যে, উদ্দীপকের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান এবং বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন এক ও অভিন্ন।

ঘ দক্ষ ও সৎ প্রশাসন গড়ে তোলার জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানের অর্থাৎ বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের গুরুত্ব অপরিসীম— উক্তিটি যথার্থ। আধুনিক রাষ্ট্র পরিচালনায় সরকার কাঠামোয় দক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারীর গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত। এজন্য বিশ্বের প্রায় সকল রাষ্ট্রে মেধার ভিত্তিতে কর্মকর্তা বাছাইয়ের প্রক্রিয়া লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনও অন্যান্য রাষ্ট্রের মতো মেধাসম্পন্ন যোগ্য ও দক্ষ কর্মকর্তা বাছাইয়ে অসামান্য ভূমিকা রাখে।

তীক্ষ্ণ ধীশক্তি ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন এবং নিরপেক্ষ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন। দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করা এ কমিশনের মূল কাজ। এ কমিশনের নিকট কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধাই মুখ্য এবং অন্য সবকিছু গৌণ। কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য বাছাইয়ের কাজ সহজ নয়। একজন ব্যক্তির লব্ধজ্ঞান যাচাই করা অত্যন্ত কঠিন। একজন দক্ষ ব্যক্তিই পারেন অন্যজনের জ্ঞান যাচাই করতে। এ কমিশন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এ কাজ সম্পাদন করেন। দক্ষতার কোনো বিকল্প নেই। কারণ, কমিশনের দক্ষতার হানি ঘটলে কর্মকর্তা নিয়োগের কাজটি দুর্বলভাবে সম্পাদিত হবে। আর এজন্য রাষ্ট্র অদক্ষতার শিকারে পরিণত হবে। এমনকি যদি সততার অভাব ঘটে তাহলে জাতির অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। এসকল বিষয় বিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন দক্ষ ও সৎ প্রশাসন গড়ে তোলার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন। এ কমিশনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দক্ষ ও সৎ প্রশাসন গড়ে উঠে বাংলাদেশ সরকারব্যবস্থাকে কর্মক্ষম ও সচল করতে সক্ষম হয়।

উপরের আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, দক্ষ ও সৎ প্রশাসন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের অবদান তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ৭ ফারজানা আক্তার গুরুত্বপূর্ণ একটি সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি জাতীয় স্বার্থের অভিভাবক। মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে ৬৫ বছর পর্যন্ত তিনি তার পদে বহাল থাকবেন।

/সি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৭/

- ক. বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠী কারা? ১
- খ. দুনীতি দমন কমিশন বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. ফারজানা আক্তার কোন ধরনের সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ পদের সঠিক দায়িত্ব পালনের ফলে সরকারি অর্থের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত হবে— বিশ্লেষণ করো। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজের যে জনগোষ্ঠী স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে ব্যর্থ হয় এবং নিজেদের ও সমাজের চাহিদা পূরণ করতে পারে না, তারাই হলো বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠী।

খ। প্রশাসন ও সমাজের দুনীতি দমন করে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে সেটিই হলো দুনীতি দমন কমিশন।

দুনীতি দমন কমিশন স্বশাসিত, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ একটি প্রতিষ্ঠান। এটি তিনজন কমিশনারের সমন্বয়ে গঠিত। এদের মধ্যে একজন হলেন চেয়ারম্যান। প্রত্যেকেই মনোনয়ন কমিটির সুপারিশক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন। দুনীতিমুক্ত দেশ গড়তে দুনীতি দমন কমিশন সব ধরনের আইনগত পদক্ষেপ নিতে পারেন।

গ। ফারজানা আক্তার মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক নামক সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক বাংলাদেশের সংবিধান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি পদ। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারের আয়-ব্যয়ের ওপর আইনসভার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ অতীব জরুরি। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৭নং অনুচ্ছেদ অনুসারে মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। ফারজানা আক্তারের পদটি এই পদটিকেই নির্দেশ করে। তিনি মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক একটি সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি জাতীয় স্বার্থের অভিভাবক। ৬৫ বছর পর্যন্ত তিনি তার পদে বহাল থাকতে পারবেন। মহাহিসাব নিরীক্ষক পদটির ক্ষেত্রেও এ বিষয়গুলো লক্ষ করা যায়। এটি বাংলাদেশের সংবিধান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি পদ। এটি বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনার সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। তাই এই পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিকে জাতীয় স্বার্থের অভিভাবক হয়েই কাজ করতে হয়। সংবিধানের ১২৭নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মহাহিসাব নিরীক্ষক রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগ লাভ করবেন। দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ হতে পাঁচ বছর অথবা তার বয়স ৬৫ বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তিনি নিজ দায়িত্বে বহাল থাকবেন। সুতরাং বলা যায়, ফারজানা আক্তার মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক পদে বহাল আছেন।

ঘ। উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ পদ তথা মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করলে সরকারি অর্থের সদ্যবহার নিশ্চিত হতে পারে।

বর্তমান কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের প্রধান শর্ত হচ্ছে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনা করা। এ শর্ত বাস্তবায়নের জন্য সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনা যথার্থ হওয়া প্রয়োজন। আর এ কাজটি যথার্থভাবে সম্পন্ন করা মহাহিসাব নিরীক্ষকের দায়িত্ব। মহাহিসাব নিরীক্ষক প্রতিবছরের সরকারি আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। সরকারি খরচে কোনো গলদ আছে কিনা তা তার রিপোর্টেই উঠে আসে। সরকারের যেকোনো অপব্যয় বা অদক্ষতার ব্যাপারেও তিনি রিপোর্ট করতে পারেন। তিনিই বিভিন্ন অর্থনৈতিক হিসাব-নিকাশ অথবা অসামঞ্জস্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। মহাহিসাব নিরীক্ষক অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণে বিতর্কিত বিষয়ে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করতে পারেন। তিনি পার্লামেন্টের সরকারি অর্থ নিরীক্ষা কমিটির পথ-প্রদর্শকরূপে কার্যসম্পাদন করেন। অনেক সময় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রের ধারণাগুলো কতটুকু প্রয়োগ করা হচ্ছে তাও নিরীক্ষণ করেন।

পরিশেষে বলা যায়, মহাহিসাব নিরীক্ষক উপর্যুক্ত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করলে অর্থ-ব্যবস্থায় দুনীতি ঠেকানো সম্ভব। আর অর্থ-ব্যবস্থায় দুনীতি বন্ধ হলে নিঃসন্দেহে সরকারি অর্থের সদ্যবহার নিশ্চিত হবে।

প্রশ্ন ৮। মি. রাজীব বাংলাদেশের একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। প্রতিষ্ঠানটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনার জন্য বিভিন্নভাবে কাজ করে থাকে। মি. রাজীব মনে করেন গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় তত্ত্ব প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অপরিসীম।

[দি. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৫]

- | | |
|--|---|
| ক. BPSC-এর পূর্ণরূপ কী? | ১ |
| খ. উপজেলা পরিষদ কীভাবে গঠিত হয়? | ২ |
| গ. মি. রাজীব যে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত তার গঠন ব্যাখ্যা করো। | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে মি. রাজীবের মন্তব্যটির সপক্ষে যুক্তি দেখাও। | ৪ |

ক। BPSC-এর পূর্ণরূপ হলো Bangladesh Public Service Commission।

খ। উপজেলা পরিষদের গঠন নিম্নরূপ:

১. জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত একজন চেয়ারম্যান।
২. জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত দুইজন ভাইস চেয়ারম্যান (একজন পুরুষ ও একজন মহিলা)।
৩. উপজেলার আওতাধীন ইউনিয়ন পরিষদসমূহের চেয়ারম্যানবৃন্দ, পৌরসভার (যদি থাকে) মেয়র এবং তিনজন মহিলা সদস্যের সমন্বয়ে উপজেলা পরিষদ গঠিত হয়।

গ। উদ্দীপকের মি. রাজীব যে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সেটি হলো রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশন।

সংবিধানের ১১৮ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক ৪ জন নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন থাকবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রণীত কোনো আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারকে নিয়োগদান করবেন। ১১৮(২) অনুচ্ছেদ মতে, একাধিক নির্বাচন কমিশনার নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত হলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার তার সভাপতিরূপে কার্য করবেন। ১১৮(৩) অনুচ্ছেদ মতে, এই সংবিধানের বিধানাবলি সাপেক্ষে কোনো নির্বাচন কমিশনারের পদের মেয়াদ তার কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে ৫ বৎসরকাল হবে। ১১৮(৪) অনুচ্ছেদ মতে, নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবে এবং কেবল এই সংবিধান ও আইনের অধীন থাকবে।

১১৮(২) অনুচ্ছেদ মতে, সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোনো আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশনারদের কর্মের শর্তাবলি রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করবেন, সেদৃপ হবে। তবে শর্ত থাকে যে, সুপ্রিম কোর্টের বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেদৃপ পদ্ধতি ও কারণ ছাড়া কোনো নির্বাচন কমিশনার অপসারিত হবেন না।

ঘ। উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠান তথা নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে মি. রাজীব মনে করেন গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় এ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অপরিসীম। আমি এ মন্তব্যের সাথে একমত। গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণের পূর্বশর্ত হচ্ছে কার্যকর নির্বাচন ব্যবস্থা। বস্তুত সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা হচ্ছে গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ। আর এ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব হলো রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচন পরিচালনা, নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ, ভোটারদের পরিচয়পত্র প্রদান। আইন কর্তৃক নির্ধারিত বিভিন্ন নির্বাচন যেমন— ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদ নির্বাচন পরিচালনা করা নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব। দল সম্পর্কিত ও নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করাও এ কমিশনের কাজ।

গণতন্ত্র মানেই হলো জনগণের শাসন। আর গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় একমাত্র নির্বাচনের মাধ্যমেই জনগণ সরাসরি শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করতে পারে। তাই আমি মনে করি, গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ও গুরুত্ব অত্যধিক।

প্রশ্ন ৯। সরকারের একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান গত ৩০ ডিসেম্বর প্রথমবারের মতো দলীয় প্রতীকে ২৩৪টি পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠান করে। জনগণ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। সরকারের প্রতিষ্ঠানটি প্রার্থীদের আচরণবিধি প্রণয়ন, প্রচার এবং কার্যকর করে। [ক. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৬; মধুপুর শহীদ স্মৃতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল। প্রশ্ন নং ৯]

- ক. দুর্নীতি দমন কমিশনকে সংক্ষেপে কী বলা হয়? ১
খ. বাংলাদেশের প্রধান আইন কর্মকর্তার পদবি কী? তার ক্ষমতা বর্ণনা করো। ২
গ. উদ্দীপকের কর্মকাণ্ডের সাথে রাষ্ট্রের কোন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সম্পৃক্ত? তার গঠন বর্ণনা করো। ৩
ঘ. গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা আলোচনা করো। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক. দুর্নীতি দমন কমিশনকে সংক্ষেপে 'দুদক' বলা হয়।

খ. বাংলাদেশের প্রধান আইন কর্মকর্তার পদবি অ্যাটর্নি জেনারেল।

বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী অ্যাটর্নি জেনারেলের ক্ষমতা নিম্নরূপ:

১. রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন; ২. বাংলাদেশের সকল আদালতে বক্তব্য পেশ করার ক্ষমতা; ৩. প্রজাতন্ত্রের পক্ষে আইনের জটিল প্রশ্নে মতামত প্রকাশ; ৪. সরকারের আইন উপদেষ্টা হিসাবে দায়িত্ব পালন; ৫. সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রেরিত বিষয়সমূহে মতামত প্রদানের জন্য সুপ্রিম কোর্টের পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি হলেন অ্যাটর্নি জেনারেল এবং এক্ষেত্রে তিনি তার মতামত প্রকাশ করতে পারেন।

গ. উদ্দীপকের কর্মকাণ্ডের সাথে রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশন সম্পৃক্ত। সাংবিধানিক এ প্রতিষ্ঠানটির গঠন প্রক্রিয়া নিম্নরূপ—

সংবিধানের ১১৮ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক ৪ জন নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন থাকবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রণীত কোনো আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারকে নিয়োগদান করবেন। ১১৮(২) অনুচ্ছেদ মতে, একাধিক নির্বাচন কমিশনার নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত হলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার তার সভাপতিত্বপূর্ণে কার্য করবেন। ১১৮(৩) অনুচ্ছেদ মতে, এই সংবিধানের বিধানাবলি সাপেক্ষে কোনো নির্বাচন কমিশনারের পদের মেয়াদ তার কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে ৫ বৎসরকাল হবে। ১১৮(৪) অনুচ্ছেদ মতে, নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবে এবং কেবল এই সংবিধান ও আইনের অধীন থাকবে। ১১৮(২) অনুচ্ছেদ মতে, সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোনো আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশনারদের কর্মের শর্তাবলি রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেচূপ নির্ধারণ করবেন, সেচূপ হবে। তবে শর্ত থাকে যে, সুপ্রিম কোর্টের বিচারক যেচূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেচূপ পদ্ধতি ও কারণ ছাড়া কোনো নির্বাচন কমিশনার অপসারিত হবেন না।

ঘ. গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপক দ্বারা ইঙ্গিতকৃত প্রতিষ্ঠান তথা নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণের পূর্বশর্ত হচ্ছে কার্যকর নির্বাচন ব্যবস্থা। বস্তুত সৃষ্টি ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা হচ্ছে গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ। আর এ সৃষ্টি ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব হলো রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচন পরিচালনা, নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ, ভোটারদের পরিচয়পত্র প্রদান, আইন কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য নির্বাচন যেমন— সকল স্থানীয় সরকার পরিষদ যথা— ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র বাছাইকরণ, দল সম্পর্কিত ও নির্বাচন পরিচালনাসংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করাও নির্বাচন কমিশনের কাজ। গণতন্ত্র মানেই হলো জনগণের শাসন। আর গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় একমাত্র নির্বাচনের মাধ্যমেই জনগণ সরাসরি শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করতে পারে। তাই আমি মনে করি, গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ও গুরুত্ব অত্যধিক।

প্রশ্ন ১০ জনাব মিলটন বাংলাদেশ সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তিনি তার পেশাগত জীবনে সব সময় স্বজনপ্রীতি, উৎকোচ গ্রহণসহ নানাবিধ অপকর্মের সাথে জড়িত। অবৈধভাবে অর্থ উপার্জনের ফলে তিনি আজ বিত্তশালীদের প্রথম স্তরে। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকারের একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান তার বিরুদ্ধে অনুসন্ধান ও তদন্তের ভিত্তিতে মামলা দায়ের ও পরিচালনা করেছে।

সি. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৭।

ক. আইনের জটিল প্রশ্নে কে প্রজাতন্ত্রের পক্ষে মত প্রকাশ করেন? ১

খ. মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের দুটি ক্ষমতা উল্লেখ করো। ২

গ. জনাব মিলটনের বিরুদ্ধে কোন সাংবিধানিক সংস্থা মামলা করে? তার গঠন কাঠামো ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব মিলটনের মতো সামাজিক অবক্ষয় থেকে উত্তরণের জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যায় বলে তুমি মনে কর? ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক. আইনের জটিল প্রশ্নে অ্যাটর্নি জেনারেল প্রজাতন্ত্রের পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

খ. মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক জাতীয় অর্থের অভিভাবক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

তার দুটি ক্ষমতা নিম্নরূপ:

১. মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর সরকারি হিসাব নিরীক্ষা করবেন এবং অনুরূপ হিসাব সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান করেন।

২. এ উদ্দেশ্যে তিনি প্রজাতন্ত্রের কার্যে নিযুক্ত যে কোনো ব্যক্তির নথি, বই, রশিদ, দলিল, নগদ অর্থ, স্ট্যাম্প, জমিন বা সরকারি সম্পত্তি পরীক্ষা করবেন এবং এরূপ হিসাব সম্পর্কে রিপোর্ট দেন।

গ. জনাব মিলটনের বিরুদ্ধে যে সাংবিধানিক সংস্থা মামলা করে তার নাম দুর্নীতি দমন কমিশন বা দুদক। কেননা আমরা জানি, বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের শাস্তির আওতায় নিয়ে আসার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করা হয়েছে। যে প্রতিষ্ঠান উদ্দীপকের মিলটন সাহেবের মতো ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

২০০৪ সালে স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠিত হয়। দুদক একজন চেয়ারম্যান ও দু'জন কমিশনারের সমন্বয়ে গঠিত। চেয়ারম্যান কমিশনারের প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি অন্য দুই কমিশনারদের দায়িত্ব বণ্টন করেন এবং সেসব কাজের জন্য তারা চেয়ারম্যানের নিকট জবাবদিহি করবেন। তারা দুদক আইন ২০০৪ এর ৭ ধারা অনুযায়ী গঠিত বাছাই কমিটির সুপারিশক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হন। আইনে কমিশনারদের মেয়াদকালের নিশ্চয়তা বিধান করে বলা হয়েছে, 'সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারক যেচূপ কারণ ও পদ্ধতিতে অপসারিত হতে পারেন, সেচূপ কারণ ও পদ্ধতি ব্যতীত কোনো কমিশনারকে অপসারণ করা যাবে না।' এছাড়া মেয়াদ শেষে তা পুনর্নিযুক্ত হওয়ার যোগ্য হবেন না।

ঘ. জনাব মিলটনের মতো সামাজিক অবক্ষয় থেকে উত্তরণের জন্য দেশে একটি স্থায়ী ও কার্যকর দুর্নীতি প্রতিরোধক পরিবেশ সৃষ্টি করার দায়িত্ব সবার। বিশেষ করে রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক দল, সরকার, গণতান্ত্রিক মৌলিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সংস্থা, গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ তথা দেশের সর্বস্তরের জনগণের যৌথ ও সমন্বিত প্রয়াস চালাতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে ভবিষ্যতে দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে দুর্নীতির মাত্রা যতটা সম্ভব কমিয়ে আনতে পাঁচটি ক্ষেত্রে পরিবর্তন, পরিশোধন অত্যন্ত জরুরি। এগুলো হলো—

১. রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন।
২. আইনের শাসন।
৩. প্রশাসনিক সংস্কার ও জবাবদিহিতা।
৪. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা।
৫. বহুমুখী স্থায়ী উদ্যোগ।

পরিশেষে বলা যায়, এসব উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করলে বাংলাদেশের দুর্নীতি কমিয়ে আনা সম্ভব এবং এর ফলে সাধারণ মানুষের হারানি কমবে ও জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে।

প্রশ্ন ১১ অধ্যাপক শামসুর রহমান একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা শিক্ষক। মহামান্য রাষ্ট্রপতি তাকে একটি সাংবিধানিক সংস্থার চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেন। তিনি সেখানে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, সং ও যোগ্য প্রার্থীর চাকরির ব্যবস্থা করে থাকেন। প্রতিবছর এরূপ নিয়োগের মাধ্যমে তিনি দেশকে মেধাবী ও সং প্রশাসন উপহার দিয়ে থাকেন।

(/ব. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৮/)

- ক. SAARC-এর পূর্ণরূপ কী? ১
- খ. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন জনগোষ্ঠীর দু'টি সমস্যা ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের কোন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সাংবিধানিক সংস্থাটি 'দেশ ও জাতিকে মেধাবী ও সং প্রশাসন উপহার দিতে পারে'— মূল্যায়ন করো। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক SAARC-এর পূর্ণরূপ হলো- South Asian Association for Regional Co-operation.

খ সমাজে যারা স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে না এবং চাহিদা পূরণে অক্ষম তারাই মূলত বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন জনগোষ্ঠী। এরা বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত। এগুলোর মধ্যে দুটি সমস্যা হলো— শারীরিক ভারসাম্যহীনতা ও শোনার সমস্যা।

গ সৃজনশীল ১নং এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সাংবিধানিক সংস্থাটি তথা বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন 'দেশ ও জাতিকে মেধাবী ও সং প্রশাসন উপহার দিতে পারে'— উক্তিটি সঠিক।

বাংলাদেশ সংবিধানের ১৪০ ও ১৪১ অনুচ্ছেদে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের কার্যাবলি সম্পর্কে বলা হয়েছে। এ বর্ণনা মতে, কর্ম কমিশনের কাজই হলো প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়োগ করা। এ লক্ষ্যে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। কমিশন সং, দক্ষ ও মেধাবী ব্যক্তিদের নিয়োগের লক্ষ্যে যোগ্য ব্যক্তিদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহবান করে ধাপে ধাপে যাচাই বাছাই করে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়োগের জন্য সরকারকে সুপারিশ করে। আর সে সুপারিশ অনুযায়ী সরকার প্রজাতন্ত্রের কর্মে ব্যক্তিদের নিয়োগ করে থাকে। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যদি যথাযথ বিধি অনুসরণ করে কোনো প্রকার দুর্নীতির আশ্রয় না নিয়ে উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়োগ দেওয়া হয় তবে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন সহজেই দেশ ও জাতিকে মেধাবী ও সং প্রশাসন উপহার দিতে পারে। এ প্রক্রিয়ার ব্যত্যয় ঘটলে প্রশাসন ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে ক্রমান্বয়ে ভেঙে পড়ে। ফলে জনগণ প্রশাসন থেকে তাদের কাক্ষিত সেবা থেকে বঞ্চিত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, দেশ ও জাতিকে মেধাবী ও সং প্রশাসন উপহার দেওয়ার স্বার্থে নিয়োগে রাজনৈতিক ও অন্যান্য হস্তক্ষেপ না করাই যুক্তিযুক্ত। তাহলেই সরকারি কর্মকমিশন দেশ ও জাতিকে মেধাবী ও সং প্রশাসন উপহার দিতে পারবে।

প্রশ্ন ১২ জনাব চৌধুরী প্রথিতযশা আইনজীবী। সংবিধান ছাড়াও দেওয়ানি, ফৌজদারি আইন সম্পর্কে তার ধারণা খুবই স্পষ্ট। আইনজীবী হিসেবে তার সুখ্যাতির কথা বিবেচনায় এনে সরকার তাকে একটি সাংবিধানিক পদে নিয়োগ প্রদান করে। তিনি আইনি পরামর্শ ও সরকারের পক্ষে মামলায় মতামত দিয়ে থাকেন। (/ব. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৭/)

- ক. সরকারি কর্ম কমিশন কী? ১
- খ. দুর্নীতি দমন কমিশনের গঠন সম্পর্কে লেখো। ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আইনজীবীর উক্ত সাংবিধানিক পদে নিয়োগের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যক্তির ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

১২নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারি কর্মকমিশন হলো এমন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান যা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদের মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা করে থাকে।

খ দুর্নীতি দমন কমিশন আইন অনুযায়ী তিনজন কমিশনারের সমন্বয়ে স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠিত। তিনজন কমিশনারের মধ্যে থেকে একজনকে প্রধান নির্বাহী হিসেবে রাষ্ট্রপতি চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ দেন। কমিশনারগণের কার্যকাল পাঁচ বছর। এছাড়া সাচিবিক দায়িত্ব পালনের জন্য কমিশন একজন সচিব নিযুক্ত করেন।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত আইনজীবীর উক্ত সাংবিধানিক পদে অর্থাৎ অ্যাটর্নি জেনারেল পদে নিয়োগের যৌক্তিকতা নিচে ব্যাখ্যা করা হলো—

বাংলাদেশ সংবিধানের ৬৪ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন কোনো ব্যক্তিকে অ্যাটর্নি জেনারেল নামক সাংবিধানিক পদে নিয়োগ দান করে থাকেন। উক্ত সাংবিধানিক পদে নিয়োগদানের কারণে তিনি সরকারের কৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। তাছাড়া আইন বিশেষজ্ঞ বা দক্ষ আইন উপদেষ্টা হিসেবে সরকারের পক্ষে সকল আদালতে বিভিন্ন ধরনের মামলা পরিচালনা করেন। তিনি প্রজাতন্ত্রের পক্ষে আইনের জটিল প্রশ্নে মতামত প্রদান করে থাকেন। মূলত সরকারের মান মর্যাদা অনেকাংশে অ্যাটর্নি জেনারেলের দক্ষতা, যোগ্যতা ও কর্মকুশলতার ওপর নির্ভর করে।

উদ্দীপকের চৌধুরী সাহেব প্রথিতযশা আইনজীবী। আইনের নানা দিক সম্পর্কে তার প্রজ্ঞার কথা সর্বজনবিদিত। তার এ সুখ্যাতির কথা বিবেচনা করে সরকার তাকে এমন একটি সাংবিধানিক পদে নিয়োগ প্রদান করে, যে পদে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি সরকারকে আইন সম্পর্কিত পরামর্শ দান ও সরকারের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন। অর্থাৎ জনাব চৌধুরী অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। পূর্বোক্ত আলোচনায় অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার জন্য যে যোগ্যতা উল্লেখ করা হয়েছে তা পরিপূর্ণভাবে জনাব চৌধুরীর মধ্যে বিদ্যমান। অর্থাৎ অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে তার নিয়োগ যথার্থ।

ঘ সৃজনশীল ২নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ১৩ কুমিল্লা ডিগ্রি কলেজের পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়ের শিক্ষক জনাব মাজেদ পাঠদানকালে বললেন যে, বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন রয়েছে। নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণসহ সর্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের যাবতীয় ব্যবস্থা এ কমিশন গ্রহণ করে থাকে। (/নটর ডেম কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১১/)

- ক. EVM-এর পূর্ণরূপ কী? ১
- খ. নির্বাচন কমিশন বলতে কী বুঝ? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্থাটির প্রধান কাজ কী? উক্ত কর্মকাণ্ডের বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উক্ত সংস্থাটি কতটুকু স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম? মতামত ব্যক্ত করো। ৪

ক EVM-এর পূর্ণরূপ হলো— Electronic Voting Machine।

খ যে কমিশন দেশের বিভিন্ন নির্বাচন পরিচালনা এবং নির্বাচন সংক্রান্ত সকল কার্যাবলি সম্পাদন করে সেই কমিশনকে নির্বাচন কমিশন বলে। একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং রাষ্ট্রপতি নির্ধারিত অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। নির্বাচন কমিশন নির্বাচন সংক্রান্ত সব দায়িত্ব পালন করে।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের কথা বলা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের প্রধান কাজ অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন করা। এ কাজ পরিচালনা করার জন্য কমিশনকে নানামুখী দায়িত্ব পালন করতে হয়। এ কর্মকাণ্ডের বৈশিষ্ট্য হলো—

১. দেশের স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সকল নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও তত্ত্বাবধান করা।
২. জাতীয় সংসদ, সিটি কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের নির্বাচন পরিচালনা করা।
৩. নির্বাচনের পূর্বে নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ করা।
৪. সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনার জন্য রিটার্নিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগ করা।
৫. নির্বাচন কমিশন আধা-বিচারসংক্রান্ত কিছু ক্ষমতা ভোগ করেন, যেমন—

- ক. সংসদ সদস্যদের ও অন্যান্য স্তরের নির্বাচনের জন্য গৃহীত মনোনয়নপত্র বাছাই করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের ওপর ন্যস্ত।
- খ. কোনো ব্যক্তি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর তার সদস্য পদের যোগ্যতা সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা বিতর্ক দেখা দিলে বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরিত হয়। কমিশন উক্ত বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তা চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
- গ. নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ গ্রহণ করাতে স্পিকার ব্যর্থ হলে নির্বাচন কমিশনার সংসদ সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করাবেন।

এই সমস্ত দায়িত্ব ছাড়াও কমিশন সংবিধান অনুযায়ী এবং আইনের দ্বারা অর্পিত অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করে।

ঘ উক্ত সংস্থাটি অর্থাৎ নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। একটি স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। যেমন- নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বে নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ করে এবং সীমানা সমস্যার সমাধানে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হয়। এ কমিশন প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র বাছাই করে। এক্ষেত্রে, কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। নির্বাচন কমিশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর এর চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করে। নির্বাচিত সংসদ সদস্যের অযোগ্যতা সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন দেখা দিলে নির্বাচন কমিশন এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো বিরোধ দেখা দিলে এ কমিশনই তার নিষ্পত্তি করে। এসব কাজে কারো হস্তক্ষেপ করার এখতিয়ার নেই।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে বাংলাদেশের নির্বাচন পরিচালনা জন্য একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন রয়েছে যা নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণসহ সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের যাবতীয় ব্যবস্থা করতে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, একটি স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন কমিশন সংবিধান ও আইন অনুযায়ী সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়।

প্রশ্ন ১৪ জনাব শাহরিয়ার হোসেন 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' এর একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা। তিনি পেশাগত জীবনে অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন করে অনেক ধনসম্পদের মালিক হন। সম্প্রতি বাংলাদেশের একটি প্রতিষ্ঠান তার বিরুদ্ধে অনুসন্ধান ও তদন্তের ভিত্তিতে মামলা দায়ের ও পরিচালনা করে। বিচার শেষে বিজ্ঞ আদালত তাকে ঐ অপরাধের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদান করেন।

[ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ / প্রশ্ন নং ৮]

- ক. সংবিধানের কত নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কর্মকমিশন গঠন করা হয়েছে? ১
- খ. মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক বলতে কী বুঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব শাহরিয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে যে প্রতিষ্ঠানটি মামলা দায়ের করেছে তার কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটির গৃহীত পদক্ষেপ দুর্নীতি দমনে কতটুকু সহায়ক হবে বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সংবিধানের ১৩৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কর্মকমিশন গঠন করা হয়েছে।

খ. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারের আয় ব্যয়ের ওপর আইনসভার পূর্ণনিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত। এ নিয়ন্ত্রণকে কার্যকর করার জন্য এমন এক কর্তৃপক্ষ থাকা প্রয়োজন যা স্বাধীনভাবে মজুতকৃত অর্থব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা করে এর রিপোর্ট আইনসভায় পেশ করবে। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রককে নিয়োগ দান করেন। এটি একটি সাংবিধানিক পদ।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব শাহরিয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন মামলা দায়ের করেছে। এ প্রতিষ্ঠানটি দুর্নীতি দমনে বহুবিধ কার্যাবলি পরিচালনা করে থাকে।

উদ্দীপকে লক্ষ্য করা যায়, জনাব শাহরিয়ার হোসেন অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন করে অনেক ধনসম্পদের মালিক হন। সম্প্রতি বাংলাদেশের একটি প্রতিষ্ঠান তার বিরুদ্ধে অনুসন্ধান ও তদন্তের ভিত্তিতে মামলা দায়ের ও পরিচালনা করে। এখানে প্রতিষ্ঠান বলতে দুর্নীতি দমন কমিশনকে বোঝানো হয়েছে। কেননা দুর্নীতি দমনে উপর্যুক্ত কার্যাবলিসমূহ দুর্নীতি দমন কমিশনই পরিচালনা করে থাকে।

দুর্নীতি দমন কমিশন 'দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪' এর তফসিলে উল্লিখিত অপরাধসমূহের অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনা করে। অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনার ভিত্তিতে এই আইনের অধীনে মামলা দায়ের ও পরিচালনা করে। দুর্নীতি সম্পর্কিত কোনো অভিযোগ স্ব উদ্যোগে বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তার পক্ষে অন্য ব্যক্তির দাখিলকৃত আবেদনের ভিত্তিতে অনুসন্ধান করে। দুর্নীতি বিষয়ে আইনদ্বারা কমিশনকে অর্পিত যে কোনো দায়িত্ব পালন করে। দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য কোনো আইনের অধীন স্বীকৃত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা এবং কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশ করে। এ কমিশন দুর্নীতি প্রতিরোধের বিষয়ে গবেষণা পরিকল্পনা তৈরি এবং গবেষণালব্ধ সুপারিশ পেশ করে। এ কমিশনের আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি হলো— দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টি করা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা; কমিশনের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে এমন সকল বিষয়ের ওপর সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা এবং দুর্নীতির উৎস চিহ্নিত করে তদনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। উপরের আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, জনাব শাহরিয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন মামলা দায়ের করেছে এবং এ প্রতিষ্ঠানটি দুর্নীতি দমনে বহুবিধ কার্যাবলি সম্পাদন করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটির গৃহীত পদক্ষেপ দুর্নীতি দমনে অনেকাংশে সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি।

উদ্দীপকে লক্ষ্য করা যায়, জনাব শাহরিয়ার হোসেনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে বাংলাদেশের একটি প্রতিষ্ঠান অনুসন্ধান ও তদন্তের ভিত্তিতে মামলা দায়ের ও পরিচালনা করে। বিচার শেষে বিজ্ঞ আদালত তাকে ঐ অপরাধের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদান করে। এখানে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটি হলো দুর্নীতি দমন কমিশন। এ প্রতিষ্ঠানের তৎপরতার কারণেই দুর্নীতির বিচার হয়েছে। এ কমিশনের গৃহীত পদক্ষেপগুলোর মাধ্যমে রাষ্ট্রে দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব।

দুর্নীতি দমন কমিশনের উদ্দেশ্য হলো দুর্নীতির বেড়া জাল থেকে দেশকে রক্ষা করা। এ কমিশনের গৃহীত ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের দুর্নীতি অনেকটা হ্রাস করা সম্ভব। দুর্নীতি দমন কমিশনকে আইনানুযায়ী সাক্ষী তলব করা, অভিযোগ সম্পর্কে অভিযুক্তকে জেরা করা, বেসরকারি দলিলপত্র উপস্থাপন করা এবং গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪-এ বলা হয়েছে, দুর্নীতি দমন কমিশন অথবা কমিশনের প্রধান তথা চেয়ারম্যান যেকোনো স্থানে তার ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারবেন এবং দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে পারবেন। এর ফলে যে কোনো ব্যক্তিই দুর্নীতিতে জড়িত হওয়ার ক্ষেত্রে ভয় পায় এবং দুর্নীতি করা থেকে নিজেকে বিরত রাখে। ২০০৪-এর আইনে দুর্নীতি দমন কমিশনকে আরও ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে যে, তার অধস্তন যেকোনো অফিসার দুর্নীতি বিষয়ে তদন্ত করতে পারবেন। দুর্নীতি দমন কমিশন আইনে বলা হয়েছে, অবৈধ সম্পদ অর্জনকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা যাবে। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুর্নীতি দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। কেননা এ আইনের বলে কমিশন দুর্নীতিগ্রস্তদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করলে অন্যরাও দুর্নীতি করার ক্ষেত্রে ভয় পাবে এবং নিজেকে দুর্নীতি মুক্ত রাখতে উৎসাহিত হবে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, দুর্নীতি দমন কমিশন তার ক্ষমতা ও কার্যাবলি যথাযথভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। আর এ কারণেই দুর্নীতি দমন কমিশনের পদক্ষেপসমূহ দেশের দুর্নীতি হ্রাসে অনেকটা সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ১৫ জনাব এ এস এম কবির একজন সরকারি আমলা ছিলেন। সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি তাকে রাষ্ট্রের একটি সাংবিধানিক পদে নিয়োগদান করেন। তার অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে জনমতের ভিত্তিতে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য একটি রাজনৈতিক দলকে বাছাই করা যারা দেশের সার্বিক কল্যাণে কাজ করবে।

[ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ] প্রশ্ন নং ১১/

- ক. বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন? ১
- খ. অ্যাটর্নি জেনারেলের প্রধান কাজগুলো কী কী? ২
- গ. উদ্দীপকে তোমার পঠিত কোন সাংবিধানিক সংস্থার কথা বলা হয়েছে? উক্ত সংস্থার উদ্দেশ্য ও গঠন লিখ। ৩
- ঘ. গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় উক্ত প্রতিষ্ঠানটি কী ধরনের ভূমিকা পালন করে? তোমার মতামত দাও। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

খ অ্যাটর্নি জেনারেল হলেন বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তা। অ্যাটর্নি জেনারেল বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত সকল দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দায়িত্ব পালনের জন্য বাংলাদেশের সকল আদালতে তার বক্তব্য পেশ করতে পারবেন। তিনি প্রজাতন্ত্রের পক্ষে আইনের জটিল প্রশ্নে মতামত প্রকাশ করতে পারেন। বাংলাদেশ সরকারের আইন উপদেষ্টা হিসেবে তিনি তার দায়িত্ব পালন করবেন। সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রেরিত বিষয়সমূহে মতামত প্রদানের জন্য সুপ্রিম কোর্টের পক্ষে তিনি তার নিজস্ব মতামত প্রকাশ করতে পারেন।

গ স্বজনশীল ৮নং প্রশ্নের 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।।

ঘ স্বজনশীল ৮নং প্রশ্নের 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ১৬ সরকারের একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান গত ৩০ ডিসেম্বর প্রথমবারের মতো দলীয় প্রতীকে ২৩৪টি পৌরসভার নির্বাচন সম্পন্ন করেন। জনগণ ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। সরকারের প্রতিষ্ঠানটি প্রার্থীদের আচরণ-বিধি প্রণয়ন, প্রচার এবং কার্যকর করে।

[গাজীপুর সিটি কলেজ] প্রশ্ন নং ১০/

- ক. আইনের জটিল প্রশ্নে কে প্রজাতন্ত্রের পক্ষে মত প্রকাশ করেন? ১
- খ. দুর্নীতি কী? ২
- গ. উদ্দীপকের কর্মকাণ্ডের সাথে রাষ্ট্রের কোন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সম্পৃক্ত? তার গঠন বর্ণনা কর। ৩
- ঘ. গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অ্যাটর্নি জেনারেল আইনের জটিলতা প্রশ্নে প্রজাতন্ত্রের পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

খ নীতি বা আইন বিরুদ্ধ কাজ করাই হলো দুর্নীতি।

দুর্নীতি একটি ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধি। দুর্নীতির কারণে সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মাঝে দূরত্ব ও বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। এক শ্রেণি লোকের সম্পদের পাহাড় গড়ার হীন মনোবাসনার কাছে ক্রমেই অসহায় হয়ে পড়ে দরিদ্র শ্রেণির মানুষের জীবনযাত্রা। দুর্নীতির ফলে জাতীয় আয় এবং মানুষের মাথাপিছু আয় উভয়ই কমে যায়। মানবাধিকার ও জাতীয় উন্নয়ন উভয়টির জন্যই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দুর্নীতি।

গ স্বজনশীল ৮নং প্রশ্নের 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।।

ঘ স্বজনশীল ৮নং প্রশ্নের 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ১৭ মি. লিয়ন বাংলাদেশের একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। প্রতিষ্ঠানটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনার জন্য বিভিন্নভাবে কাজ করে থাকে। মি. লিয়ন মনে করেন গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় তার প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অপরিণীম।

[আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বগুড়া] প্রশ্ন নং ৮/

- ক. দুদকের পূর্ণরূপ কী? ১
- খ. সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বলতে কী বোঝ? ২
- গ. মি. লিয়ন যে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত তার গঠন ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে মি. লিয়নের মন্তব্যটির সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুদকের পূর্ণরূপ হলো দুর্নীতি দমন কমিশন।

খ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বলতে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সংবিধান কর্তৃক সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়।

প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র তার কাজের গতিশীলতার জন্য কতগুলো প্রতিষ্ঠান তৈরি করে, যার ক্ষমতা ও কার্যাবলি সংবিধান অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত। এগুলোই হলো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাধীনভাবে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারে। বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন, নির্বাচন কমিশন, এটর্নি জেনারেল, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক ইত্যাদি।

গ স্বজনশীল ৮নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ স্বজনশীল ৮নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৮ সুশান্ত বিসিএস লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভাইভার প্রস্তুতি নিচ্ছে। বিসিএস পরীক্ষা পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানার জন্য সে তার বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রিয় শিক্ষকের কাছে যায়। এ বিষয়ে তার শিক্ষক বলেন, এটি একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় ও প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

(নিউ গডঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী। প্রশ্ন নং-৯)

- ক. বাংলাদেশের সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে অ্যাটর্নি জেনারেলের কথা বলা হয়েছে? ১
- খ. সাংবিধানিক সংস্থা কীভাবে পরিচালিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের সুশান্তের পরীক্ষা পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানের গঠন বর্ণনা করো। ৩
- ঘ. 'উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্থাটি দেশ ও জাতিকে মেধাবী ও দক্ষ প্রশাসন উপহার দিতে পারে'—মূল্যায়ন করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৪ নং অনুচ্ছেদে অ্যাটর্নি জেনারেলের কথা বলা হয়েছে।

খ সংবিধানের সুস্পষ্ট বিধি অনুযায়ী সাংবিধানিক সংস্থা পরিচালিত হয়।

এ সংস্থাগুলো রাষ্ট্রের সংহতি অক্ষুণ্ণ রাখার লক্ষ্যে নির্বিঘ্নে, ন্যায্যনুগ এবং স্বাধীনভাবে কাজ করে। বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন, নির্বাচন কমিশন, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অ্যাটর্নি জেনারেল হলো বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। এসব সংস্থার গঠন ও কার্যাবলি সম্পর্কে সংবিধানে উল্লেখ আছে।

গ সৃজনশীল ৪ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৯ অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করছিলেন। তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বললেন যে, বড় হয়ে তোমরা যারা সরকারি চাকরি করবে। তারা একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি দেখেই চাকরির জন্য আবেদন করবে। প্রতিষ্ঠানটি একটি স্বাধীন বিধিবদ্ধ সংস্থা।

(লায়ল স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর। প্রশ্ন নং-৮)

- ক. বাংলাদেশে সরকারি কর্মে কর্মচারী নিয়োগ বা নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করে যে প্রতিষ্ঠান তার নাম কী? ১
- খ. সরকারি কর্ম-কমিশনের গঠন লেখ। ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটি কী কী কাজ করে থাকে? আলোচনা করো। ৩
- ঘ. 'এ প্রতিষ্ঠানটি একটি স্বাধীন বিধিবদ্ধ সংস্থা'—উদ্দীপকে উল্লিখিত এ উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে সরকারি কর্মে কর্মচারী নিয়োগ বা নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করে থাকে যে প্রতিষ্ঠান তার নাম 'বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন'।

খ বাংলাদেশ সংবিধানের ১৩৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একজন সভাপতি ও আইনের দ্বারা নির্ধারিত হবে সেরূপ অন্যান্য সদস্য নিয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন গঠিত হবে। রাষ্ট্রপতির ৫৭নং অধ্যাদেশ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্য সংখ্যা সভাপতিসহ অনুরূপ ৬ জন এবং অনূর্ধ্ব ১৫ জন নির্ধারিত করা হয়। সংবিধানের ১৩৮ (১) অনুচ্ছেদ মোতাবেক কর্ম কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং ১৩৯ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যরা ৫ বছর অথবা ৬৫ বছর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্ব স্ব পদে বহাল থাকবেন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটি হলো- বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন। এ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটি সংবিধানের '১৪০নং অনুচ্ছেদ' অনুযায়ী প্রধানত চার ধরনের দায়িত্ব পালন করে থাকে—

১. প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী মনোনয়নের উদ্দেশ্যে পরীক্ষা পরিচালনা। সরকারি কাজে জনবল নিয়োগের জন্য উপযুক্ত লোকদের মনোনয়নের উদ্দেশ্যে পরীক্ষা পরিচালনা করা এ কমিশনের প্রধান কাজ।
২. নিয়োগ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শমূলক কাজ। রাষ্ট্রপতি নিয়োগসংক্রান্ত কোনোরূপ পরামর্শ চাইলে তা প্রদান করে কমিশন। যেমন- কোনো নিয়োগের যোগ্যতা নির্ধারণ, পদোন্নতি, অবসরভাতার অধিকার, এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে প্রতিস্থাপন ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে প্রশাসনকে সহায়তা করা এ কমিশনের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।
৩. বার্ষিক রিপোর্ট প্রদান। কমিশন প্রতিবছর ১লা মার্চ বা তার আগেই আগের বছরের, অর্থাৎ জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সমাপ্ত এক বছরের কর্মকাণ্ডের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট রাষ্ট্রপতি বরাবর পেশ করে।
৪. আইনের দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য কাজ। কমিশন আইনের দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য কাজ সম্পন্ন করে।

উপরের এ দায়িত্বগুলো পালনই বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের প্রধান কাজ।

ঘ 'এ প্রতিষ্ঠানটি একটি স্বাধীন বিধিবদ্ধ সংস্থা।' উদ্দীপকে উল্লিখিত এ উক্তিটি বিশ্লেষণ করা হলো—

সরকারি কর্ম কমিশন একটি স্বাধীন বিধিবদ্ধ সংস্থা। এ কমিশনের সদস্যবৃন্দ ও সভাপতি নিয়োগ পদ্ধতি, কর্মের মেয়াদ ও অন্যান্য শর্ত পর্যালোচনা করলে এ কমিশনের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র মর্যাদা অনুমিত হয়। কর্ম কমিশনের স্বাধীন মর্যাদা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সংবিধান কমিশনের সভাপতিকে কর্মাবসানের পর প্রজাতন্ত্রের কোনো কর্ম লাভ থেকে বিরত রেখেছেন। কমিশনের সভাপতি ও সদস্যদের রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন, কিন্তু প্রমাণিত ক্ষেত্র ব্যতীত ইচ্ছামতো তিনি তাদের অপসারণ করতে পারেন না। কর্ম কমিশনের সদস্যবৃন্দ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের সমমর্যাদার অধিকারী।

আইন ও শাসন বিভাগের প্রভাবমুক্ত থেকে তারা নিজস্ব দায়িত্ব পালন করবেন। নিয়োগের পর কমিশনের সভাপতি ও সদস্যবৃন্দের বেতনভাতা ও সুবিধাদির ব্যাপারে কোনো পরিবর্তন করা যাবে না। এ উদ্দেশ্যে গৃহীত ব্যয় বাংলাদেশ সরকারের নির্দিষ্ট তহবিল থেকে ব্যয়িত হবে এবং তা সংসদে ভোটযোগ্য হবে না।

পরিশেষে বলা যায়, কর্ম কমিশন একটি নিরপেক্ষ বিধিবদ্ধ সংস্থা। ন্যায়নিষ্ঠ, অভিজ্ঞ ও সততার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দের প্রতি জনগণের প্রগাঢ় আস্থা বিরাজমান।

প্রশ্ন ▶ ২০ জনাব সোহরাব হোসেন 'ক' নামক সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র প্রার্থী। তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী জনাব আলাল সাহেব নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে জনাব সোহরাব হোসেন সংশ্লিষ্ট সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত প্রতিষ্ঠান আলাল সাহেবের মনোনয়ন বাতিল করে দেন।

(ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর। প্রশ্ন নং-৮)

- ক. মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রককে কে নিয়োগ দেন? ১
- খ. দুম্পরিবর্তনীয় সংবিধান বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব সোহরাব হোসেন সাহেব কোন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ দায়ের করেন? উক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

ক. মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রককে নিয়োগ দেন রাষ্ট্রপতি।

খ. দুম্পরিবর্তনীয় সংবিধান বলতে এমন সংবিধানকে বোঝায় যা সহজে পরিবর্তন করা যায় না।

দুম্পরিবর্তনীয় সংবিধানের পরিবর্তন পদ্ধতি জটিল হয়। সাধারণ আইন তৈরির পদ্ধতিতে এ সংবিধান পরিবর্তন করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ—বাংলাদেশের সংবিধানের কথা বলা যায়। এ সংবিধানের কোনো ধারার পরিবর্তন করতে হলে জাতীয় সংসদ সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতি প্রয়োজন। এটি কার্যকর করার জন্য রাষ্ট্রপতির সম্মতিও থাকতে হবে।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সোহরাব হোসেন সাহেব সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

বাংলাদেশ সংবিধানে নির্বাচন ব্যবস্থার সংগঠন, নির্বাচন বিধিবিধান এবং নির্বাচন এলাকার সীমানা নির্ধারণের জন্য নির্বাচন কমিশন গঠনের ব্যবস্থা রয়েছে। গণতন্ত্রের একটি মৌলিক বিষয় হলো নির্বাচন। আর এই নির্বাচনকে গ্রহণযোগ্য, অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে নির্বাচন কমিশন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে ১১৯নং অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব ও কার্যাবলি বর্ণিত আছে। নির্বাচন কমিশন নির্বাচন আচরণবিধি ঘোষণা করে এবং কেউ এ আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে নির্বাচনে কমিশনে তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে অভিযোগ দায়ের করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মেয়র পদপ্রার্থী সোহরাব হোসেন সাহেবের প্রতিদ্বন্দ্বী নির্বাচন আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে তার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ দায়ের করেন। যেহেতু নির্বাচন আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দায়ের করার বিধান রয়েছে, তাই বলা যায় জনাব সোহরাব হোসেন সাহেব সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

ঘ. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় নির্বাচন কমিশন অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাণ হলো অবাধ, নিরপেক্ষ, গ্রহণযোগ্য ও সুষ্ঠু নির্বাচন। কেবলমাত্র অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমেই জনগণের রায় প্রকাশ পায়।

নির্বাচন যদি গ্রহণযোগ্য না হয়, তবে জনগণের মতের কোনো গুরুত্ব থাকে না। অনেক সময় ভোট কারচুপি করে জাতীয় নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করা হয়। আর এই কারচুপির মতো দুর্নীতি একমাত্র নির্বাচন কমিশনের পক্ষেই ঠেকানো সম্ভব।

এ প্রসঙ্গে ১৯৯০ সালের পূর্বে কয়েকটি নির্বাচনের কথা উল্লেখ করা যায়। যেখানে ভোট কারচুপির মাধ্যমে সরকার ক্ষমতায় এসেছিল বলে সেই সরকারকে আমরা স্বৈরাচারী সরকার বলে থাকি। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমেই জনগণের মতের মূল্যায়ন করার সুযোগ তৈরি হয়। আর অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নির্ভর করে নির্বাচন কমিশনের সততা, দক্ষতা ও আন্তরিকতার ওপর।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে তাই বলা হয়, নির্বাচন কমিশন যত গণতান্ত্রিক হবে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা ততটাই সহজতর হবে।

প্রশ্ন ২১ জামাল সাহেব একজন প্রথিতযশা আইনজীবী ছিলেন। রাষ্ট্রের সংবিধান থেকে শুরু করে ফৌজদারী আইনে তার ধারে কাছে আছেন এমন ব্যক্তি এ দেশে নেই। সুপ্রিম কোর্টে তিনি কেস লড়েছেন আর হেরেছেন এটি খুব বিরল। তবে তিনি ব্যক্তিগতভাবে সং ও দেশপ্রেমিক হিসেবে পরিচিত এবং তার মক্কেলদের কাছে খুব মানবিক। আইনজীবী হিসেবে তার সুখ্যাতির কথা বিবেচনায় তাকে সরকার একটি আইনভিত্তিক সাংবিধানিক পদে নিয়োগ দান করে। জামাল সাহেব সরকারি প্রয়োজনে আইনগত পরামর্শ ও সরকারের পক্ষে মামলার মতামত দিয়ে থাকেন।

ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা। প্রশ্ন নং ৭/

ক. সরকারি কর্ম কমিশন প্রধানত কয় ধরনের কাজ করে থাকে? ১

খ. সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জামাল সাহেবের নিয়োজিত পদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জামাল সাহেবকে উক্ত পদে নিয়োগদানের যৌক্তিক কারণ তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সরকারি কর্ম কমিশন প্রধানত চার ধরনের কাজ করে থাকে।

খ. সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বলতে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সংবিধান কর্তৃক সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়।

প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র তার কাজের গতিশীলতার জন্য কতগুলো প্রতিষ্ঠান তৈরি করে, যার ক্ষমতা ও কার্যাবলি সংবিধান অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত। এগুলোই হলো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাধীনভাবে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারে। বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন, নির্বাচন কমিশন, এটর্নি জেনারেল, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক ইত্যাদি।

গ. সৃজনশীল ২নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ. সৃজনশীল ১২নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ২২ জনাব মিলন 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' এর একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা। তিনি পেশাগত জীবনে অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন করে অনেক সম্পদের মালিক হন। সম্প্রতি বাংলাদেশের একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান তার বিরুদ্ধে অনুসন্ধান ও তদন্তের ভিত্তিতে মামলা দায়ের ও পরিচালনা করে। বিচার শেষে বিজ্ঞ আদালত তাকে ঐ অপরাধের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদান করে।

অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা। প্রশ্ন নং ৯/

ক. সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান কাকে বলে? ১

খ. কীভাবে সরকারি কর্মকমিশন যোগ্য প্রার্থী বাছাই করে? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মিলনের বিরুদ্ধে যে প্রতিষ্ঠান মামলা দায়ের করেছে তার কার্যাবলি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটি গৃহীত পদক্ষেপ দুর্নীতি দমনে কতটুকু সহায়ক হবে বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. যেসব প্রতিষ্ঠান সংবিধানের সুস্পষ্ট বিধি মোতাবেক নির্বিঘ্নে ও স্বাধীনভাবে তাদের কার্য পরিচালনা করতে পারে সেসব প্রতিষ্ঠানকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বলা হয়।

খ. সরকারি কর্মকমিশন পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থী বাছাই করে।

কর্মকমিশন সরকারি কাজে জনবল নিয়োগের জন্য উপযুক্ত লোকদের মনোনয়নের উদ্দেশ্যে পরীক্ষা পরিচালনা করে। কর্মকমিশন যোগ্য প্রার্থীর কাছ থেকে আবেদন গ্রহণ করে প্রিলিমিনারি, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে নিরপেক্ষভাবে যোগ্য চাকরিপ্রার্থী বাছাই করে নিয়োগের সুপারিশ করে।

গ. সৃজনশীল ১০নং প্রশ্নের 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটির গৃহীত পদক্ষেপ দুর্নীতি দমনে অনেকেংশে সহায়ক বলে আমি মনে করি।

উদ্দীপকে লক্ষ্য করা যায় যে, জনাব মিলনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে বাংলাদেশের একটি প্রতিষ্ঠান অনুসন্ধান ও তদন্তের ভিত্তিতে মামলা দায়ের ও পরিচালনা করে। বিচার শেষে বিজ্ঞ আদালত তাকে ঐ অপরাধের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদান করে। এখানে

সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটি হলো দুর্নীতি দমন কমিশন। এ প্রতিষ্ঠানের তৎপরতার কারণেই দুর্নীতির বিচার হয়েছে। এ কমিশনের গৃহীত পদক্ষেপগুলোর মাধ্যমে রাষ্ট্রের দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব। দুর্নীতি দমন কমিশনের উদ্দেশ্য হলো দুর্নীতির বেড়া জাল থেকে দেশকে রক্ষা করা। এ কমিশনের গৃহীত ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের দুর্নীতি অনেকটা হ্রাস করা সম্ভব। দুর্নীতি দমন কমিশনকে আইনানুযায়ী সাক্ষী তলব করা, অভিযোগ সম্পর্কে অভিযুক্তকে জেরা করা, বেসরকারি দলিলপত্র উপস্থাপন করা এবং গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন-২০০৪-এ বলা হয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন অথবা প্রধান দুর্নীতি দমন কমিশনার যেকোনো স্থানে তার ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারবেন এবং দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে পারবেন। এর ফলে যে কোনো ব্যক্তিই দুর্নীতিতে জড়িত হওয়ার ক্ষেত্রে ভয় পায় এবং দুর্নীতি করা থেকে নিজেকে বিরত রাখে। ২০০৪-এর আইনে দুর্নীতি দমন কমিশনকে আরও ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে যে, তার অধস্তন যেকোনো অফিসার দুর্নীতি বিষয়ে তদন্ত করতে পারবেন। দুর্নীতি দমন কমিশন আইনে বলা হয়েছে, অবৈধ সম্পদ অর্জনকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা যাবে। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুর্নীতি দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। কেননা এ আইনের বলে কমিশন দুর্নীতিগ্রস্তদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করলে অন্যরাও দুর্নীতি করার ক্ষেত্রে শাস্তির ভয় পাবে এবং নিজেকে দুর্নীতি মুক্ত রাখতে উদ্বুদ্ধ হবে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, দুর্নীতি দমন কমিশন তার ক্ষমতা ও কার্যাবলি যথাযথভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। আর এ কারণেই দুর্নীতি দমন কমিশনের পদক্ষেপসমূহ দেশের দুর্নীতি হ্রাসে অনেকটা সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ২৩ জনাব আলী আহসান চৌধুরী দীর্ঘদিন ধরে আইন পেশায় জড়িত থাকার ফলে সুপ্রিম কোর্টে বিচারক হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। রাষ্ট্রপতি তাকে একটি সাংবিধানিক পদে নিয়োগদান করেছেন। জনাব চৌধুরী রাষ্ট্রপতির সন্তোষ অনুযায়ী স্বীয়পদে বহাল থাকবেন। তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত পারিশ্রমিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন।

[অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা। প্রশ্ন নং ৭/]

- ক. প্রজাতন্ত্রের কর্মে লোক নিয়োগের জন্য গঠিত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটির নাম কী? ১
- খ. সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. জনাব আলী আহসান চৌধুরীকে রাষ্ট্রপতি কোন সাংবিধানিক পদে নিয়োগদান করেছেন? এই পদে নিয়োগ পেতে হলে কী কী যোগ্যতা থাকতে হয়? ৩
- ঘ. জনাব আলী আহসান চৌধুরী যে পদে নিয়োগ লাভ করেছেন সে পদের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাকে কী কী কাজ করতে হবে? ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রজাতন্ত্রের কর্মে লোক নিয়োগের জন্য গঠিত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটির নাম হলো বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন।

খ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বলতে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সংবিধান কর্তৃক সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়।

প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র তার কাজের গতিশীলতার জন্য কতগুলো প্রতিষ্ঠান তৈরি করে। যার ক্ষমতা ও কার্যাবলি সংবিধান অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত। এগুলোই হলো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাধীনভাবে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারে। বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন, নির্বাচন কমিশন, এটর্নি জেনারেল, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক ইত্যাদি।

গ জনাব আলী আহসান চৌধুরীকে রাষ্ট্রপতি সাংবিধানিক এটর্নি জেনারেল পদে নিয়োগদান করেছেন।

উদ্দীপকে উল্লিখিত আলী আহসান চৌধুরী আইন পেশায় জড়িত থাকায় এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করায় রাষ্ট্রপতি তাকে একটি সাংবিধানিক পদে নিয়োগ করেন। অর্থাৎ তাকে এটর্নি জেনারেল পদে নিয়োগ করেছেন।

এই পদে নিয়োগ পেতে হলে যে সব যোগ্যতা থাকতে হয়, নিচে তা তুলে ধরা হলো—

বাংলাদেশ সংবিধানের ১২৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রে একজন এটর্নি জেনারেল থাকবেন। বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে এটর্নি জেনারেল অন্যতম। তিনি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তা। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৪(১) অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হওয়ার যোগ্য এমন কোনো ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি এটর্নি জেনারেল পদে নিয়োগ করবেন। রাষ্ট্রপতির সন্তোষানুযায়ী সময়সীমা পর্যন্ত এটর্নি জেনারেল স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত সকল দায়িত্ব পালন করবেন এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত পারিশ্রমিক লাভ করবেন।

ঘ জনাব আলী আহসান চৌধুরী এটর্নি জেনারেল পদে নিয়োগ লাভ করেছেন। এটর্নি জেনারেলকে বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হয়। নিচে তার দায়িত্ব পালনের জন্য যে কাজ করতে হবে তা তুলে ধরা হলো—

এটর্নি জেনারেল রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তা এবং তিনি দেশের যে কোনো আদালতে সরকারের পক্ষে মামলা পরিচালনা করতে পারবেন। এছাড়া তিনি পদাধিকারবলে বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এবং সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত। এটর্নি জেনারেল যেহেতু অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং সংবিধানের অন্যতম প্রধান একটি পদে থাকেন, তাই তাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৩(২) অনুযায়ী এটর্নি জেনারেল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত সকল দায়িত্ব পালন করবেন। সংবিধানের অনুচ্ছেদ (৬৪) অনুযায়ী এটর্নি জেনারেল তার দায়িত্ব পালনের জন্য দেশের যে কোনো আদালতে তার বক্তব্য পেশ করতে পারবেন। এ ছাড়াও এটর্নি জেনারেল প্রজাতন্ত্রের পক্ষে আইনের জটিল প্রশ্নে মতামত প্রকাশ করতে পারবেন এবং বাংলাদেশ সরকারের আইন বিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব আলী আহসান চৌধুরী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এটর্নি জেনারেল নির্বাচিত হওয়ায় তাকে রাষ্ট্রের বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়।

প্রশ্ন ২৪ ড. শাহাদাৎ হোসাইন বাংলাদেশ সরকারের একটি সাংবিধানিক সংস্থার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাকে সহযোগিতা করার জন্য অন্যান্য সদস্যরাও আছেন। প্রজাতন্ত্রের কর্মে মেধাবী, দক্ষ ও যোগ্য লোক বাছাই এর জন্য তারা অত্যন্ত গোপনীয়তা ও নিরপেক্ষতার সাথে কাজ করেছেন।

[বাংলাদেশ মহিলা সমিতি কলেজ, চট্টগ্রাম। প্রশ্ন নং ১১/]

- ক. BPSC-এর পূর্ণরূপ কী? ১
- খ. গ্রিন হাউজ এফেক্ট কী? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও ক্ষমতা ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগের জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানের গোপনীয়তা ও নিরপেক্ষতা কেন অপরিহার্য? ব্যাখ্যা কর। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক BPSC-এর পূর্ণরূপ হলো— Bangladesh Public Service Commission।

খ বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন প্রকার গ্যাস সূর্যের তাপ আটকে রেখে পৃথিবীকে উষ্ণ করে তোলে। এসব গ্যাসের ক্ষতিকর প্রভাবকে গ্রিন হাউজ এফেক্ট বলে।

গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়ায় বিকীর্ণ তাপ ভূ-পৃষ্ঠে উপস্থিত বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরে ফিরে এসে ভূ-পৃষ্ঠের তথা বায়ুমণ্ডলের গড় তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়। প্রাকৃতিক গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া পৃথিবীতে প্রাণীজগতের বসবাস উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করে। কিন্তু মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বিশেষত জীবাশ্ম জ্বালানির অতিরিক্ত দহন এবং বনাঞ্চল ধ্বংসের কারণে প্রাকৃতিক গ্রিনহাউজ প্রতিক্রিয়া তীব্রতর হয়ে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি করছে, যার নেতিবাচক প্রভাব ব্যাপক।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটি অর্থাৎ বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশনের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো মেধাবী, দক্ষ ও যোগ্য কর্মকর্তা বাছাই করা।

বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন প্রজাতন্ত্রের কাজে দক্ষ ও উপযুক্ত কর্মচারী নিয়োগের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা করে। রাষ্ট্রপতি কোনো বিষয়ে পরামর্শ চাইলে বা কমিশনের দায়িত্ব সম্পর্কে কোনো বিষয় কমিশনের নিকট প্রেরণ করা হলে সে সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে উপদেশ প্রদান করে। কর্মকমিশন প্রতিবছর মার্চ মাসের প্রথম দিবসে বা তার পূর্বে পূর্ববর্তী ৩১ ডিসেম্বর সমস্ত এক বছরের স্থায়ী কার্যাবলি সম্পর্কে রিপোর্ট প্রস্তুত করবে এবং তা রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করবে।

কর্মকমিশন আইনের দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কমিশনের সাথে পরামর্শ করবেন। সরকারি কর্মকমিশন প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তাদের বাছাই, নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদির দায়িত্ব পালন ও এসব বিষয়ে ক্ষমতা প্রয়োগ করে। আর বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন উপরোল্লিখিত ক্ষমতা ও দায়িত্ব পালন করে। যা উদ্দীপকে উল্লিখিত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও ক্ষমতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ প্রজাতন্ত্রের প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যোগ্যতা ও মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ করে বলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অর্থাৎ সরকারি কর্মকমিশনের গোপনীয়তা এবং নিরপেক্ষতা অপরিহার্য।

কর্মকমিশনকে যোগ্য ও মেধাবীদেরকে কর্মকর্তা হিসেবে বাছাই ও নিয়োগ দেওয়ার জন্যই তাদের কাজ কর্মে গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতির উর্ধ্বে উঠে যোগ্য লোক বাছাইয়ের জন্য কর্মকমিশনের এ গোপনীয়তা অপরিহার্য। রাষ্ট্রে সাফল্য নির্ভর করে একটি দক্ষ ও সং প্রশাসনের ওপর। তাই কর্মকমিশনকে দক্ষ ও সং লোক বাছাই ও নিয়োগ দানে সচেষ্ট থাকা উচিত। এক্ষেত্রে কর্মকমিশন রাজনৈতিক চাপ, তদবির, হুমকি, প্রলোভন ইত্যাদিকে এড়াতে পারলেই একটি ভালো প্রশাসন গড়ে তোলা সম্ভব। শুধু সততা নয়, দক্ষতাও এক্ষেত্রে কর্মকমিশনের আবশ্যিকীয় গুণ হিসেবে বিবেচ্য হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশ কর্মকমিশন একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান। তারা নিরপেক্ষতার সাথে প্রজাতন্ত্রের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বাছাই ও নিয়োগ দিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে জাতি, বর্ণ, ধর্ম, নারী-পুরুষ কোনো ভেদাভেদ না করে সম্পূর্ণ মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্মকর্তা-কর্মচারী বাছাই করে। একটি দেশের শাসন ব্যবস্থা সে দেশের প্রশাসনের ওপর অনেকটা নির্ভরশীল। দেশের প্রশাসন ব্যবস্থা ভালো হলে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং আইনের শাসন কার্যকর হয়। এ জন্য প্রয়োজন দক্ষ প্রশাসনিক কর্মকর্তা। আর দক্ষ প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিয়োগ দানের ক্ষেত্রে কর্মকমিশনের গোপনীয়তা ও নিরপেক্ষতা প্রয়োজন।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, যোগ্য ও দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য কর্মকমিশনের গোপনীয়তা এবং নিরপেক্ষতা অপরিহার্য।

প্রশ্ন ২৫ ফজলে এলাহী বাংলাদেশের একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সভাপতি। তাঁর সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস বিভাগে লোক নিয়োগে সুপারিশ, সরকারি কর্মকর্তাদের পদোন্নতির পরীক্ষাসহ বিভিন্ন বাছাই পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। অন্যদিকে সাজ্জাদুজ্জামান চৌধুরী অপর একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। প্রতিষ্ঠানটি সূচু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য বিভিন্নভাবে কাজ করে। *[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিনেট। প্রশ্ন নং ৬/]*

- ক. অধ্যাদেশ কে জারি করেন? ১
- খ. সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে সাজ্জাদুজ্জামান চৌধুরী যে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সে প্রতিষ্ঠানের গঠনকাঠামো বর্ণনা করো। ৩
- ঘ. দেশ ও জাতিকে মেধাবী ও সং প্রশাসন উপহার দেওয়ার ক্ষেত্রে ফজলে এলাহীর প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অধ্যাদেশ রাষ্ট্রপতি জারি করেন।

খ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বলতে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সংবিধান কর্তৃক সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়।

প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র তার কাজের গতিশীলতার জন্য কতগুলো প্রতিষ্ঠান তৈরি করে। যার ক্ষমতা ও কার্যাবলি সংবিধান অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত। এগুলোই হলো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাধীনভাবে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারে। বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন, নির্বাচন কমিশন, এটর্নি জেনারেল, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক ইত্যাদি।

গ উদ্দীপকের সাজ্জাদুজ্জামান চৌধুরী যে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সে প্রতিষ্ঠানটি হলো 'নির্বাচন কমিশন'। নিচে নির্বাচন কমিশনের গঠন কাঠামো আলোচনা করা হলো—

বাংলাদেশ সংবিধানের ১১৮(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে এবং রাষ্ট্রপতি সময়ে সময়ে যে রূপ নির্দেশ করবেন, সে রূপ সংখ্যক অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে বাংলাদেশে একটি নির্বাচন কমিশন থাকবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রণীত আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগদান করবেন।

- একাধিক নির্বাচন কমিশনার নিয়ে কমিশন গঠিত হলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার তার সভাপতিত্ব করবেন।
- সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে কোনো নির্বাচন কমিশনারের পদের মেয়াদ তাঁর কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে পাঁচ বছর হবে।
- প্রধান নির্বাচন কমিশনার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এমন কোনো ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগলাভের যোগ্য হবেন না।
- অন্য কোনো নির্বাচন কমিশনার অনুরূপ পদে কর্মাবসানের পর প্রধান নির্বাচন কমিশনাররূপে নিয়োগলাভের যোগ্য হবেন, তবে অন্য কোনোভাবে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ লাভের যোগ্য হবেন না।
- নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবেন এবং কেবল এই সংবিধান ও আইনের অধীন হবেন।
- সংসদ কর্তৃক প্রণীত যেকোনো আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশনারদের কর্মের শর্তাবলি রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যে রূপ নির্ধারণ করবেন সে রূপ হবে। তবে শর্ত থাকে যে, সুপ্রিম কোর্টের বিচারক যে রূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সে রূপ পদ্ধতি ও কারণে নির্বাচন কমিশনার অপসারিত হবেন।
- কোনো নির্বাচন কমিশনার রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্থায়ী পদ ত্যাগ করতে পারেন।

ঘ দেশ ও জাতিকে মেধাবী এবং সংপ্রশাসন উপহার দেওয়ার ক্ষেত্রে ফজলে এলাহীর প্রতিষ্ঠানটি অর্থাৎ বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন-এর ভূমিকা অপরিসীম।

আধুনিক রাষ্ট্র পরিচালনায় সরকার কাঠামোয় দক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারীর গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত। এজন্য বিশ্বের প্রায় সকল রাষ্ট্রে মেধার ভিত্তিতে কর্মকর্তা বাছাইয়ের প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনও অন্যান্য রাষ্ট্রের মতো মেধাসম্পন্ন, যোগ্য ও দক্ষ কর্মকর্তা বাছাইয়ে অসামান্য ভূমিকা রাখে।

তীক্ষ্ণ দীর্ঘশক্তি ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন এবং নিরপেক্ষ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন। দক্ষতার সাথে নিয়োগ সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করা এ কমিশনের মূল কাজ। এ কমিশনের নিকট কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধাই মুখ্য এবং অন্য সবকিছু গৌণ। কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য বাছাইয়ের কাজ সহজ নয়। একজন ব্যক্তির লক্ষ্যজ্ঞান যাচাই করা অত্যন্ত কঠিন। একজন দক্ষ ব্যক্তিই পারেন অন্যজনের জ্ঞান যাচাই করতে। এ কমিশন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এ কাজ সম্পাদন করেন। দক্ষতার কোনো বিকল্প নেই। কারণ, কমিশনের দক্ষতার হানি ঘটলে কর্মকর্তা নিয়োগের কাজটি দুর্বলভাবে সম্পাদিত হবে। আর এজন্য রাষ্ট্র অদক্ষতার শিকারে পরিণত হবে। এমনকি যদি সততার অভাব ঘটে তাহলে জাতির অগ্রগতির পথ বুদ্ধ হয়ে যাবে। এসকল বিষয় বিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন দক্ষ ও সংপ্রশাসন গড়ে তোলার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন। এ কমিশনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দক্ষ ও সংপ্রশাসন গড়ে উঠে বাংলাদেশ সরকারব্যবস্থাকে কর্মক্ষম ও সচল করতে সক্ষম হয়।

উপরের আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, দক্ষ ও সংপ্রশাসন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের অবদান তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ২৬ সাতক্ষীরা সরকারি মহিলা কলেজের 'পৌরনীতি ও সুশাসন' বিষয়ের শিক্ষক জনাব মো. আক্তারুজ্জামান পাঠদানকালে বললেন যে, বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য একটি কমিশন রয়েছে। নির্বাচনি এলাকা নির্ধারণসহ সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের যাবতীয় ব্যবস্থা এ কমিশন করে থাকে।

(সাতক্ষীরা সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৯/)

- ক. এটিনি জেনারেলকে কে নিয়োগ করেন? ১
- খ. 'বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন' এর গঠন বর্ণনা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে কোন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে? উক্ত প্রতিষ্ঠানের কাজ কী? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উক্ত প্রতিষ্ঠানটি কতটুকু স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম? মতামত ব্যক্ত করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক এটিনি জেনারেলকে নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি।

খ বাংলাদেশ সংবিধানের ১৩৭নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একজন সভাপতি ও আইনের দ্বারা নির্ধারিত হবে সেরূপ অন্যান্য সদস্য নিয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন গঠিত হবে।

রাষ্ট্রপতির ৫৭নং অধ্যাদেশ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্য সংখ্যা সভাপতিসহ অন্যান্য ৬ জন অনূর্ধ্ব ১৫ জনে নির্ধারিত করা হয়। সংবিধানের ১৩৮ (১) অনুচ্ছেদ মোতাবেক কর্ম কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবে। তবে শর্ত থাকে যে, কমিশনের অর্ধেক সদস্য এমন ব্যক্তি হবেন যারা বিশ বছর বা ততোধিককাল সরকারি কর্মে নিয়োজিত। সংবিধানের ১৩৮ (২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, সংসদ কর্তৃক প্রণীত যেকোনো আইন সাপেক্ষে সরকারি কর্ম কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যের কর্মের শর্তাবলি রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেবূপ নির্ধারণ করবেন সেরূপ হবে। সংবিধানের ১৩৯ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কমিশনের সভাপতি এবং অন্যান্য সদস্যদের কার্যকাল হবে ৫ বছর অথবা ৬৫ বছর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্ব-স্ব পদে বহাল থাকবেন।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশনের কথা বলা হয়েছে। নিম্নে নির্বাচন কমিশনের কার্যাবলি আলোচনা করা হলো—

১. সংসদের সদস্য নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রণয়ন, তত্ত্বাবধায়ন, নির্দেশদান ও নিয়ন্ত্রণ।
২. রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন অনুষ্ঠান পরিচালনা করা।
৩. সংসদ সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা।
৪. সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ ও সীমানা অনুযায়ী ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ।
৫. সূচু ও সুচারুরূপে নির্বাচন পরিচালনার জন্য রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ।
৬. রাষ্ট্রপতি ও সংসদ সদস্য নির্বাচনের জন্য গৃহীত মনোনয়নপত্র গ্রহণ ও বাছাই করা এবং বাছাইকৃত মনোনয়ন সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন।
৭. নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা ও গেজেট প্রকাশ করা।
৮. উল্লিখিত কার্যাদি ব্যতিরেকে সংবিধান অনুযায়ী এবং অন্যান্য আইনের দ্বারা অর্পিত দায়িত্ব পালন।

অবাধ, সূচু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে সংবিধান উল্লিখিত ক্ষমতা ও কার্যাবলির দায়িত্ব অর্পণ করেছে।

ঘ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সাংবিধানিকভাবে একটি স্বতন্ত্র, নিরপেক্ষ ও স্বাধীন প্রতিষ্ঠান। তবে উক্ত প্রতিষ্ঠানটি কতটুকু স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম তা আলোচনার দাবি রাখে।

বাংলাদেশ সংবিধানের ধারা অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের গঠনে বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগদান করবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি সাধারণত দলীয় ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে হয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনারসহ অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ থাকা একটু কঠিন বৈকি। তবে এতদসত্ত্বেও বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন যথা সম্ভব স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে তার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় নির্বাচন কমিশন অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাণ হলো অবাধ, সূচু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন। অনেক সময় ভোট কারচুপির মাধ্যমে জাতীয় নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা কর হয়। আর এই কারচুপি ঠেকানোর জন্য নির্বাচন কমিশনকে বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা ও নির্বাহী প্রতিষ্ঠান সাহায্য করে থাকে। সংবিধানের ১২৬ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য।

নির্বাচন সম্পর্কে সংসদের ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতায় সামান্য হলেও হস্তক্ষেপ করে। যেমন— সংবিধানের ১২৪ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংবিধানের বিধানাবলি সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা নির্বাচনি এলাকার সীমা নির্ধারণ, ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ, নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সংসদের যথাযথ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়সহ সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত বা নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ের বিধান প্রণয়ন করতে পারবেন।

উপরোক্ত আলোচনা-পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা বলা যায়, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে কার্যাবলি সম্পাদনে বন্ধপরিকর। তবে জাতীয় রাজনীতির প্রেক্ষিতে এর কিছু সীমাবদ্ধতাও লক্ষ্য করা যায়।

প্রশ্ন ২৭ তাহের এর চাচা একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান। ঐ প্রতিষ্ঠানের কাজ হল দেশের বিভিন্ন নির্বাচন পরিচালনা করাসহ ভোটার তালিকা করা এছাড়াও উক্ত প্রতিষ্ঠান সূচু নির্বাচন পরিচালনায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

(বাংলাদেশের নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, বুলনা। প্রশ্ন নং ৭/)

- ক. রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তার পদের নাম কী? ১
খ. সরকারী কর্মকমিশনের দুটি কাজ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. তাহের এর চাচা যে প্রতিষ্ঠানের প্রধান উক্ত প্রতিষ্ঠানের গঠন প্রণালী ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের সর্বশেষ বক্তব্য 'সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনায় উক্ত প্রতিষ্ঠান মুখ্য ভূমিকা পালন করে।' তুমি কি এ বক্তব্য সমর্থন কর। উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তার পদের নাম অ্যাটর্নি জেনারেল।
খ. সরকারী কর্মকমিশনের দুটি কাজ উল্লেখ করা হলো—
১. প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ দানের জন্যে উপযুক্ত ব্যক্তিদেরকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে সরকারী কর্মকমিশন কর্মকর্তা যাচাই ও পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকে।
২. সুষ্ঠুভাবে সরকারি কর্ম পরিচালনার জন্যে নিরপেক্ষ ও ন্যায়সংগতভাবে কর্মচারি মনোনয়ন ও নিয়োগ করার দায়িত্ব সরকারি কর্মকমিশনের ওপর ন্যস্ত।
গ. সৃজনশীল ৮ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।
ঘ. সৃজনশীল ৮ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৮ জনাব মশিউর বাংলাদেশের একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। প্রতিষ্ঠানটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনার জন্য বিভিন্নভাবে কাজ করে থাকে। জনাব মশিউর মনে করেন, গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় তার প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অপরিসীম।

[কালকাটি সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৮/]

- ক. BPSC-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. 'দুনীতি একটি সামাজিক ব্যাধি'— বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. জনাব মশিউর যে প্রতিষ্ঠানের কর্মরত তার গঠন ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জনাব মশিউরের মন্তব্যটির স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. BPSC-এর পূর্ণরূপ হলো Bangladesh Public Service Commission।

খ. 'দুনীতি' বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধি যার কারণে বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। বাংলাদেশের সমাজ জীবনে দুনীতির মারাত্মক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। দুনীতি মানবাধিকার ও জাতীয় উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। দুনীতির কারণে সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মাঝে পাছাভেদ বৈষম্য সৃষ্টি হয়। এছাড়া দুনীতির ফলে সামাজিক উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত হয়। সর্বোপরি নৈতিক চেতনা হারিয়ে মানুষ অমানুষে পরিণত হয়।

গ. উদ্দীপকের কর্মকাণ্ডের সাথে রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশন সম্পৃক্ত। সাংবিধানিক এ প্রতিষ্ঠানটির গঠন প্রক্রিয়া নিম্নরূপ—

সংবিধানের ১১৮ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক ৪ জন নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন থাকবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রণীত কোনো আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারকে নিয়োগদান করবেন। ১১৮(২) অনুচ্ছেদ মতে, একাধিক নির্বাচন কমিশনার নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত হলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার তার সভাপতিরূপে কার্য করবেন। ১১৮(৩) অনুচ্ছেদ মতে, এই সংবিধানের বিধানাবলি সাপেক্ষে কোনো নির্বাচন কমিশনারের পদের মেয়াদ তার কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে ৫ বৎসরকাল হবে। ১১৮(৪) অনুচ্ছেদ মতে, নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবে এবং কেবল এই

সংবিধান ও আইনের অধীন থাকবে। ১১৮(২) অনুচ্ছেদ মতে, সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোনো আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশনারদের কর্মের শর্তাবলি রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করবেন, সেদৃপে হবে। তবে শর্ত থাকে যে, সুপ্রিম কোর্টের বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেদৃপে পদ্ধতি ও কারণ ছাড়া কোনো নির্বাচন কমিশনার অপসারিত হবেন না।

ঘ. গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপক দ্বারা ইজিতকৃত প্রতিষ্ঠান তথা নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণের পূর্বশর্ত হচ্ছে কার্যকর নির্বাচন ব্যবস্থা। বস্তুত সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা হচ্ছে গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ। আর এ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব হলো রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচন পরিচালনা, নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ, ভোটারদের পরিচয়পত্র প্রদান, আইন কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য নির্বাচন যেমন— সকল স্থানীয় সরকার পরিষদ যথা— ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র বাছাইকরণ, দল সম্পর্কিত ও নির্বাচন পরিচালনাসংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করাও নির্বাচন কমিশনের কাজ। গণতন্ত্র মানেই হলো জনগণের শাসন। আর গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় একমাত্র নির্বাচনের মাধ্যমেই জনগণ সরাসরি শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করতে পারে। তাই আমি মনে করি, গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ও গুরুত্ব অত্যধিক।

প্রশ্ন ▶ ২৯ মি: হাবীব বাংলাদেশের একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্মকর্তা। প্রতিষ্ঠানটি সমগ্র দেশে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ পরিচালনার জন্য বিভিন্নভাবে কাজ করে থাকে। মি: হাবীব আরও মনে করেন, গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অপরিহার্য।

[আলহেরা একাডেমি (স্কুল এন্ড কলেজ) বেড়া, পাবনা। প্রশ্ন নং ৭/]

- ক. BPSC-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল কাকে বলে? ২
গ. মি: হাবীব যে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন তার গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি আলোচনা কর। ৩
ঘ. অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনে মি: হাবীবের ভূমিকা কী হওয়া উচিত? তা আলোচনা কর। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. BPSC-এর পূর্ণরূপ হলো— Bangladesh Public Service Commission।

খ. বাংলাদেশের বিচার বিভাগের একটি অভিনব ও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল। প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার বাইরে গঠিত বিশেষ বিচার ব্যবস্থা। বাংলাদেশের সংবিধানে এ ধরনের বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের ১১৭ (১) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'জাতীয় সংসদ আইনের দ্বারা এক বা একাধিক প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।'

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মি: হাবীব যে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন সেটি হলো বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। সংবিধানের ১১৮ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে এবং রাষ্ট্রপতি সময়ে সময়ে যেরূপ নির্দেশ করবেন, সেদৃপে সংখ্যক অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে বাংলাদেশে একটি নির্বাচন কমিশন থাকবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রণীত আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে রাষ্ট্রপ্রতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগদান করবেন। নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবেন এবং কেবল এই সংবিধান ও আইনের অধীন হবেন।

নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব হলো রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচন পরিচালনা, নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ, ভোটারদের পরিচয়পত্র প্রদান করা। এছাড়াও আইন কর্তৃক নির্ধারিত স্থানীয় সরকার পরিষদ যথা— ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন পরিচালনা করাও এ কমিশনের কাজ। এ কমিশন সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ এবং মনোনয়ন সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন করে। অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা ও গেজেট প্রকাশ করে।

ঘ অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানে মি: হাবিবের অর্থাৎ নির্বাচন কমিশনারে ভূমিকা অত্যন্ত স্বচ্ছ হওয়া উচিত। নির্বাচন কমিশন অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করার দায়িত্বে নিয়োজিত একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের আন্তরিকতা ও গৃহীত কার্যব্যবস্থার ওপর নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন বহুলাংশে নির্ভরশীল। অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের লক্ষ্যে এ কমিশনকে কতগুলো দায়িত্ব পালন করতে হয়। সকল প্রকার চাপ ও প্রভাবের উর্ধ্বে থেকে সাহসিকতার সাথে নির্বাচনি কর্তব্য পালন করা, নির্বাচনি নিয়মনীতি সকল ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রয়োগ করা। নির্বাচনি সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি বা রাজনৈতিক দলকে অগ্রাধিকার না দেওয়া। নির্বাচনি আইন ভঙ্গাকারীর বিরুদ্ধে কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপারে কঠোর হওয়া। নির্বাচন কমিশনকে জনসাধারণের আস্থাশীল সংস্থা হিসেবে নির্বাচনি সকল কার্যক্রমে নিয়মতান্ত্রিক ভূমিকা পালন করা ইত্যাদি। আলোচনা শেষে বলা যায়, অবাধ, সুষ্ঠু এবং সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে মি: হাবিবের ভূমিকা নিরপেক্ষ হওয়া উচিত।

প্রশ্ন ৩০

সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান



[বৃন্দাবন সরকারি কলেজ, হবিগঞ্জ] প্রশ্ন নং ৯/

- ক. সরকারের প্রধান আইন কর্মকর্তার পদবী কী? ১
- খ. নির্বাচন কমিশনের একটি কাজ ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ছকে কোন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাকে তুমি কীভাবে মূল্যায়ণ করবে? ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারের প্রধান আইন কর্মকর্তার পদবী অ্যাটর্নি জেনারেল।
খ নির্বাচন কমিশনের একটি কাজ হলো রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা।
 রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ অবসানের কারণে উক্ত পদ শূন্য হলে মেয়াদ সমাপ্তির পূর্ববর্তী ষাট থেকে নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় সংসদে। আবার, মৃত্যু, পদত্যাগ বা অপসারণের ফলে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে হবে।

গ সৃজনশীল ১নং প্রশ্নের 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১নং প্রশ্নের 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ৩১ ফারজানা বাংলাদেশের একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। প্রতিষ্ঠানটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনার জন্য বিভিন্নভাবে কাজ করে থাকে। তিনি মনে করেন গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় তার প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অপরিসীম।

[শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম কলেজ, ময়মনসিংহ] প্রশ্ন নং ৯/

- ক. আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। দেশের মানুষের অধিকার চাই-
উক্তিটি কার। ১
- খ. অপারেশন সার্চলাইট বলতে কী বুঝ? ২
- গ. ফারজানা যে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত তার গঠন ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি আলোচনা কর। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না, এদেশের মানুষের অধিকার চাই'-
উক্তিটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের।

খ পাকিস্তানি স্বৈরচারী শাসনের বিরুদ্ধে মুক্তিকামী বাঙালিদের কঠোর হস্তে দমনের জন্য ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী যে সশস্ত্র অভিযান পরিচালনা করে তাই অপারেশন সার্চলাইট নামে পরিচিত।

এ অপারেশনের উদ্দেশ্য ছিল ঢাকাসহ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান শহরগুলোতে অবস্থানরত বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের গ্রেপ্তার ও প্রয়োজনে হত্যা করা। পাশাপাশি সামরিক, আধা-সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর বাঙালি সদস্যদের নিরস্ত্রীকরণ, অস্ত্রাগার, রেডিও, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ দখলসহ এদেশের সামগ্রিক কর্তৃত্ব গ্রহণ করা।

গ উদ্দীপকের ফারজানা যে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সেটি হলো বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন।

বাংলাদেশের সাংবিধানিক সংস্থাগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। সংবিধানের ১১৮ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে রাষ্ট্রপতি যেরূপ নির্দেশ দিবেন সেইরূপ সংখ্যক অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়ে বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন থাকবে। সংবিধানের ১১৯ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি পদের ও সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ, তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিবন্ধন এবং অনুরূপ নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের ওপর ন্যস্ত। এ কমিশন গঠনের উদ্দেশ্য দেশের জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনা করা।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ফারজানা একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। প্রতিষ্ঠানটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনার জন্য বিভিন্ন কাজ করে থাকে। আর এ কাজটি করে থাকে বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশন। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়ে গঠিত। প্রধান নির্বাচন কমিশনার সভাপতিরূপে দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

ঘ গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় উক্ত প্রতিষ্ঠান তথা নির্বাচন কমিশন অনেক গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিভিন্ন স্তরে প্রতিনিধি বাছাইয়ের উদ্দেশ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচনের মাধ্যমে জনমত প্রকাশ পায়। জনগণের রায়ের ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন এবং অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক দলের অবসান ঘটাতে নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম। আর এই নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের ওপর ন্যস্ত।

অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলি বাংলাদেশ সংবিধানের ১১৯ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো হলো—সংসদের সদস্য নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রণয়ন, তত্ত্বাবধান, নির্দেশদান ও নিয়ন্ত্রণ। সংসদ সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা, সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ ও সীমানা অনুযায়ী ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ, রাষ্ট্রপতি ও সংসদ সদস্য নির্বাচনের জন্য গৃহীত মনোনয়নপত্র গ্রহণ ও বাছাই করা এবং বাছাইকৃত মনোনয়ন সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন ইত্যাদি। উল্লিখিত কার্যাদি ব্যতিরেকে সংবিধান অনুযায়ী এবং অন্যান্য আইনের দ্বারা অর্পিত দায়িত্ব পালন।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এ কথা বলা যায়, গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় নির্বাচন কমিশনের কার্যাবলি সংবিধান কর্তৃক নির্দিষ্ট।

প্রশ্ন ৩২ প্রধান নির্বাচন কমিশনার সাংবাদিকদের দেওয়া এক সাফাৎকার অনুষ্ঠানে বলেন যে, নির্বাচন হলো গণতন্ত্রের প্রাণস্বরূপ। নির্বাচনের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রাপ্ত নাগরিকগণ যোগ্য, দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রতিনিধি বাছাইয়ের সুযোগ পায়। একজন নাগরিক একটি নির্দিষ্ট বয়স এবং আরও আইনি কিছু শর্ত পূরণের পর ভোটাধিকার প্রাপ্ত হয়। দেশের সকল রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত নির্বাচনই কেবল দক্ষ, উন্নত ও উৎকৃষ্টমানের শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে।

[সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর। প্রশ্ন নং ৭/]

- ক. নির্বাচন কমিশনারের মেয়াদ কত? ১
- খ. সর্বজনীন ভোটাধিকার বলতে কী বোঝ? ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ভোটাধিকারপ্রাপ্ত নাগরিকদের ভোটাধিকার প্রাপ্তির শর্তসমূহ ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত কমিশনের সাথে রাজনৈতিক দলগুলোর সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. নির্বাচন কমিশনারের মেয়াদ ৫ বছর।

খ. নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ, ধনী-গরীব এবং শ্রেণি-পেশা নির্বিশেষে প্রাপ্ত বয়স্ক সকল নাগরিকের ভোটাধিকার প্রাপ্তিকেই সর্বজনীন ভোটাধিকার বলে।

সর্বজনীন ভোটাধিকার আধুনিক গণতন্ত্রের আদর্শ। বাংলাদেশে ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে সর্বজনীন ভোটাধিকারের নীতি মেনে চলা হয়। বাংলাদেশ সংবিধানের ১২২ নং অনুচ্ছেদে প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের কথা বলা হয়েছে।

গ. উদ্দীপকের বর্ণিত ভোটাধিকার প্রাপ্ত নাগরিকদের ভোটাধিকার প্রাপ্তির সর্বপ্রথম শর্ত হলো বাংলাদেশের নাগরিক হওয়া।

কোনো ব্যক্তিকে ভোটাধিকার প্রাপ্তির জন্য বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে। নাগরিকের ভোটার অধিকার প্রাপ্তির জন্য ১৮ বছর বয়স হতে হবে। ১৮ বছরের কম কোনো ব্যক্তি যতই সঠিক মতে অধিকারী হোক না কেন বাংলাদেশের আইন বলে সে ভোটাধিকার লাভ করবে না। অর্থাৎ উদ্দীপকের নাগরিকদের ভোট প্রদানের অধিকার প্রাপ্তির জন্য বাংলাদেশের নাগরিক হওয়ার সাথে সাথে প্রাপ্তবয়স্কও হতে হবে।

এছাড়াও ভোটাধিকার প্রাপ্তির জন্য উদ্দীপকের নাগরিককে ঐ নির্বাচনি এলাকার অধিবাসী হতে হবে। নির্বাচনি এলাকা বহির্ভূত কোনো ব্যক্তি ঐ এলাকায় ভোটার হতে পারবে না। এ থেকে বোঝা যায়, উদ্দীপকের ন্যায় কোনো নাগরিককে ভোটার হতে হলে তাকে সাংবিধানিক নিয়ম-নীতির আওতাভুক্ত হতে হবে। এক্ষেত্রে কেউ যদি আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বলে ঘোষিত হয়, তবে সে ভোটার হওয়ার যোগ্যতা হারাতে পারে। সেই সাথে দ্বি-নাগরিকত্ব ও আদালত কর্তৃক দেউলিয়া না হওয়াই হলো উদ্দীপকের ভোটাধিকার প্রাপ্ত নাগরিকদের ভোটাধিকার প্রাপ্তির মূল শর্ত।

ঘ. উদ্দীপকের বর্ণিত কমিশন তথা নির্বাচন কমিশনের সাথে দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর সম্পর্ক ভালো ও স্বচ্ছ হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

নির্বাচন কমিশনের কাজই হলো দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠায় সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন যদি স্বজনপ্রীতিপরায়ণ কিংবা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়, সেক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের রাজনৈতিক মতাদর্শের উর্ধ্বে অবস্থান করা সম্ভব হবে না। তখন একদলের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নির্বাচন কমিশন অন্য রাজনৈতিক দলের প্রতি অসাংবিধানিক আচরণ করবে। ফলস্বরূপ নির্বাচন কমিশন তার দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিধান লঙ্ঘিত করে নেতিবাচক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে। তখন সকল রাজনৈতিক দলের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করা নির্বাচন কমিশনের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। নির্বাচন কমিশনের আচরণ সংক্রান্ত দিক বিবেচনায় উদ্দীপকের নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচনি নিয়ম-নীতি সমানভাবে প্রয়োগ করতে হবে। সকল প্রকার চাপ ও প্রভাবের উর্ধ্বে থেকে উদ্দীপকের নির্বাচন কমিশনকে সাহসিকতার সাথে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। তবেই দেশে জনমতের সঠিক প্রতিফলন ঘটানোর মাধ্যমে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটবে।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, স্বচ্ছতা বিষয়ক উন্নতি বিধানের লক্ষ্যে উদ্দীপকে বর্ণিত নির্বাচন কমিশনের সাথে রাজনৈতিক দলগুলোর সুসম্পর্ক থাকা জরুরী।

প্রশ্ন ৩৩ ২৯ ডিসেম্বর, ২০০৮। এদিন নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনের মাধ্যমে এ দেশের জনগণ দীর্ঘ দু বছর পর আবার গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় ফিরে যাবার সুযোগ লাভ করে। এ নির্বাচনের সময় প্রচার কাজে নিয়োজিত মাইকের হর্ণ মানুষকে কষ্ট দেয়নি বা ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনায় বিঘ্ন ঘটায়নি। প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচার মিছিল, গাড়ি বহর ও মোটর সাইকেল শোভাযাত্রা নিয়ে শোভাউন এবারে ছিল না।

[ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৯/]

- ক. সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান কাকে বলে? ১
- খ. কোরাম কী? ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত নির্বাচনটিকে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ করার জন্য নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা আলোচনা কর। ৩
- ঘ. 'বাংলাদেশে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজন নিরপেক্ষ ও শক্তিশালি নির্বাচন কমিশন'- উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বলতে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সংবিধান কর্তৃক সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়।

খ. যে পরিমাণ সদস্যের উপস্থিতিতে জাতীয় সংসদের কাজ পরিচালনা করা যায় তাকে কোরাম বলা হয়।

কোরাম শব্দের অর্থ, ন্যূনতম উপস্থিতি সংখ্যা। বাংলাদেশ সংবিধান অনুসারে কমপক্ষে ৬০ জন সদস্যের উপস্থিতিতে জাতীয় সংসদের কাজ পরিচালনা করা হয়। সংসদের অধিবেশন চলাকালে উপস্থিত সদস্য সংখ্যা যদি ৬০ জনের চেয়ে কম হয় এবং সে মর্মে যদি স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় তাহলে ৬০ জন সদস্য উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত স্পিকার অধিবেশন স্থগিত রাখবেন বা সংসদ মূলতুবি ঘোষণা করবেন।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত নির্বাচনটিকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করার জন্য নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা খুবই অপরিহার্য। কেননা নির্বাচনকালীন সময়ে নির্বাচন কমিশন ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী হয়। আর সুষ্ঠু নির্বাচন ছাড়া গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই। তাই নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব। তেমনভাবে অনিয়ম রোধে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও নির্বাচন কমিশনের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের আন্তরিকতা ও গৃহীত কার্যব্যবস্থার ওপর নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন বহুলাংশে নির্ভরশীল। এ লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে কতগুলো দায়িত্ব পালন করতে হয়। সকল প্রকার চাপ ও প্রভাবের উর্ধ্বে থেকে সাহসিকতার সাথে নির্বাচনি দায়িত্ব পালন করা। নির্বাচন কমিশন জাতীয় নির্বাচনের সময় সরকারের নিকট পর্যাণ্ট নির্বাহী ও জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ও র‍্যাবসহ অন্যান্য বাহিনীর সহযোগিতা চাইতে পারে এবং কর্মকর্তাদের কঠোর থাকতে নির্দেশ দেয়।

ঘ বাংলাদেশে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজন একটি নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন' উক্তিটি যথার্থ।

গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণের পূর্বশর্ত হচ্ছে কার্যকর নির্বাচন ব্যবস্থা। বস্তুত সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা হচ্ছে গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ। আর এ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। সেই সাথে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন এবং অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক দলের অবসান ঘটাতে নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম। আর এই নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের ওপর ন্যস্ত। অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলি বাংলাদেশ সংবিধানের ১১৯ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে।

নির্বাচনি নিয়মনীতি প্রয়োগ করা এবং নির্বাচনি সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি বা রাজনৈতিক দলকে অগ্রাধিকার দেওয়া যাবে না। তা হলে অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু এবং সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব হবে না। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন যথেষ্ট শক্তিশালী এবং নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কমিশন ক্ষমতাসীনদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। এ জন্য কমিশনকে কঠোর হওয়ার জন্য আরো বেশি নির্বাহী ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।

আলোচনা শেষে বলা যায়, অবাধ, নিরপেক্ষ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনকে আরো বেশি শক্তিশালী করতে হবে।

প্রশ্ন ৩৪ অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করছিলেন। তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন, বড় হয়ে তোমরা যারা সরকারি চাকরি করবে, তারা একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি দেখেই চাকরির জন্য আবেদন করবে। প্রতিষ্ঠানটি একটি স্বাধীন বিধিবদ্ধ সংস্থা

[বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম] প্রশ্ন নং ৬/

ক. বাংলাদেশ সংবিধানের কত নং ধারায় নির্বাচন কমিশনের উল্লেখ আছে? ১

খ. এটিনি জেনারেলের দায়িত্ব কী কী? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটি কী কী কাজ করে থাকে? আলোচনা কর। ৩

ঘ. 'এ প্রতিষ্ঠানটি একটি স্বাধীন বিধিবদ্ধ সংস্থা'- উদ্দীপকে উল্লিখিত উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

ক বাংলাদেশ সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশনের কথা উল্লেখ আছে।

খ অ্যাটর্নি জেনারেল হলেন বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তা।

অ্যাটর্নি জেনারেল বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত সকল দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দায়িত্ব পালনের জন্য বাংলাদেশের সকল আদালতে তার বক্তব্য পেশ করতে পারবেন। তিনি প্রজাতন্ত্রের পক্ষে আইনের জটিল প্রশ্নে মতামত প্রকাশ করতে পারেন। বাংলাদেশ সরকারের আইন উপদেষ্টা হিসেবে তিনি তার দায়িত্ব পালন করবেন। সংবিধানের ১০৬ নং অনুচ্ছেদানুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রেরিত বিষয়সমূহে মতামত প্রদানের জন্য সুপ্রিম কোর্টের পক্ষে তিনি তার নিজস্ব মতামত প্রকাশ করতে পারেন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটি হলো বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন।

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন প্রজাতন্ত্রের কাজে দক্ষ ও উপযুক্ত কর্মচারী নিয়োগের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রচার এবং যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা করে। সরকারি কর্ম কমিশনের ক্ষমতা হলো এটি প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তাদের বাছাই, নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদির দায়িত্ব পালন ও এসব বিষয়ে ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে। যা উদ্দীপকে উল্লিখিত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও ক্ষমতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উদ্দীপকে দেখা যায়, অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করছিলেন। তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন, বড় হয়ে তোমরা যারা সরকারি চাকরি করবে, তারা একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি দেখে চাকরির আবেদন করবে। আর বাংলাদেশ কর্ম কমিশন সরকারি নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ এবং সকল প্রকার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটি হলো বাংলাদেশ কর্ম কমিশন।

ঘ 'এ প্রতিষ্ঠানটি একটি স্বাধীন বিধিবদ্ধ সংস্থা' উদ্দীপকে উল্লিখিত এ উক্তিটি যথার্থ।

সরকারি কর্ম কমিশন একটি স্বাধীন বিধিবদ্ধ সংস্থা। এ কমিশনের সদস্যবৃন্দ ও সভাপতি নিয়োগ পদ্ধতি, কর্মের মেয়াদ ও অন্যান্য শর্ত পর্যালোচনা করলে এ কমিশনের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র মর্যাদা অনুমিত হয়। কর্ম কমিশনের স্বাধীন মর্যাদা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সংবিধান কমিশনের সভাপতিকে কর্মাবসানের পর প্রজাতন্ত্রের কোনো কর্ম লাভ থেকে বিরত রেখেছেন। কমিশনের সভাপতি ও সদস্যদের রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন, কিন্তু প্রমাণিত ক্ষেত্র ব্যতীত ইচ্ছামতো তিনি তাদের অপসারণ করতে পারেন না। কর্ম কমিশনের সদস্যবৃন্দ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের সমমর্যাদার অধিকারী।

আইন ও শাসন বিভাগের প্রভাবমুক্ত থেকে তারা নিজস্ব দায়িত্ব পালন করেন। নিয়োগের পর কমিশনের সভাপতি ও সদস্যবৃন্দের বেতনভাতা ও সুবিধাদির ব্যাপারে কোনো পরিবর্তন করা যায় না। এ উদ্দেশ্যে গৃহীত ব্যয় বাংলাদেশ সরকারের নির্দিষ্ট তহবিল থেকে ব্যয়িত হয় এবং তা সংসদে ভোটযোগ্য হয় না।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, কর্ম কমিশন একটি নিরপেক্ষ বিধিবদ্ধ সংস্থা। ন্যায়নিষ্ঠ, অভিজ্ঞ ও সততার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দের প্রতি জনগণের প্রগাঢ় আস্থা বিরাজমান।